

প্রজাতি

স্মৃতিস্মারক বিশেষ সংখ্যা, ২০২০

ভূগোল বিভাগ

স্বর্ষাচাঁদ শালদার বালেজ

দক্ষিণ বারাসত, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

প্রগতি

১ম বর্ষ, ডিজিটাল ভাসান

অতিমারি বিশেষ সংখ্যা

ভূগোল বিভাগ

ধুবচাঁদ হালদার কলেজ

দক্ষিণ বারাসত, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সেপ্টেম্বর, ২০২০

শোকবার্তা

অতিমারি কালে এই লড়াই এর মাঠ থেকে

যাদেরকে আমরা হারিয়েছি

সেই অগণিত মানুষের প্রতি রইলো

আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা।

শুভেচ্ছা বার্তা

অধ্যক্ষ হিসেবে ভূগোল বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আমি ভীষণ গর্ব বোধ করি। তাদের প্রতিভায় উজ্জ্বলিত আমাদের এই মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গন। বিভাগীয় পত্রিকা 'প্রগতি'র প্রকাশনা তাদের অনন্য প্রয়াস। আমি কামনা করি তাদের সৃজনশীলতার নেপথ্যে যে কল্পনা ও অনুভূতি রয়েছে তা যেন সাহিত্যের পরিসরে পূর্ণতা লাভ করে। জীবনের অভিজ্ঞতাকে ক্ষমতায় বেধে এই নবীন লেখকদের ভাব ও ভাবনা ছাপিয়ে গেছে তাদের বয়সের সীমারেখা। আমি বিশ্বাস করি তাদের পরিণত দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বিধ্বস্ত পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তুলবে। আমার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বহুবিধ প্রতিভা রয়েছে। 'প্রগতি'র গতি পথ ধরে সেই প্রতিভা বিকশিত হোক। উজ্জ্বল হোক তাদের ভবিষ্যত।

শুধু আমাদের ছাত্রছাত্রীরা নয় বিভাগীয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদেরও মূল্যবান অবদান রয়েছে এই প্রকাশনায়। করোনা-অতিমারি এবং উপর্যুপরি আমফান ঝড় আমাদের বিপন্ন করেছে। এই সঙ্কট কালে তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের পাশে থেকে তাদের নির্ভয়ে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গী হয়েছেন। তাই আলাদা করে তাদের ধন্যবাদ দেব না, কেবল প্রাপ্য মর্যাদার স্বীকৃতিটুকু দেব।

সুচারুভাবে বিন্যস্ত এই পত্রিকাটিতে প্রতিটি কবিতা কিংবা প্রবন্ধ রচিত হয়েছে তাদের নিজস্ব ভাব ও ভাবনার মোড়কে। আর তার পরিবেশনা আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী দের শিল্পী মনের বলিষ্ঠতার দাবী রাখে। শেষ পর্যন্ত কেমন হল তার বিচারের অধিকার কেবলমাত্র পাঠকদের থাকবে। আমি জানি, এই সঙ্কটকালে পত্রিকা প্রকাশনার কাজটা সহজ ছিল না। তাই এই পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সকল সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সবশেষে, যাদের লেখায় এবং যাদের আন্তরিক সহযোগিতায় এই বিভাগীয় পত্রিকা 'প্রগতি' প্রকাশিত হতে চলেছে তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ড. সত্যব্রত সাহু
অধ্যক্ষ, ধুবচাঁদ হালদার কলেজ

পত্রিকা সৃজন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মাননীয় অধ্যক্ষ, ড. সত্যব্রত সাহু
বিভাগীয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকা মণ্ডলী
বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রী মণ্ডলী

কভার পেজ

সৌম্যদীপ দাস (প্রাক্তন ছাত্র)

সম্পাদক মণ্ডলী

সৌভিক পাল (পঞ্চম সেমিস্টার)
লাবনী গায়েন (পঞ্চম সেমিস্টার)
সুভাশীষ দাস (পঞ্চম সেমিস্টার)
মৌমিতা হালদার (পঞ্চম সেমিস্টার)
সুমন বাচখান (পঞ্চম সেমিস্টার)
সাহেব মণ্ডল (তৃতীয় সেমিস্টার)
রাজিয়া মণ্ডল (তৃতীয় সেমিস্টার)
সৌরভ মিস্ত্রি (তৃতীয় সেমিস্টার)
মোনালিসা মোল্লা (তৃতীয় সেমিস্টার)
বুলা মণ্ডল (তৃতীয় সেমিস্টার)
সাহারিয়া সুলতানা (তৃতীয় সেমিস্টার)

এবং

উত্তীয় বৈদ্য (প্রাক্তন ছাত্র)

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়	// 7
অতিমারির খোলা চিঠি - ড.ব্রতী দে	// 8
করোনা পরবর্তী জীবন থেকে উধাও হবে যেসব জিনিস - রাজিয়ামগুল	// 10
করোনায় কর্মসঙ্কট ও তার প্রভাব - সুভাশীষ দাস	// 14
করোনা পরিস্থিতি - সুস্মিতা ঘোষ	// 16
ভাইরাস করোনা - সাবিনা মণ্ডল	// 17
আমরা হার মানব না - রাখীনস্কর	// 18
মানুষ আজ পাচ্ছে ভয় - সনাতন সাঁফুই	// 19
রোগ হয়েছে পৃথিবীর - রসিদা মণ্ডল	// 20
সমসাময়িক পরিস্থিতি এবং একটু অন্যরকম ভাবনা - পারুল দাস	// 22
মানুষ তোমাকে মনে রাখবে - আদিত্য সরদার	// 25
চিকিৎসা ব্যবস্থায় করোনার প্রভাব - মৌমিতা হালদার	// 26
আমফান পরবর্তী - হিমালয় মণ্ডল	// 28
করোনার বিদায় ধ্বনি - সাবানা গাজী	// 29
আকাল নেমেছে দেশে - রিজুয়ানা সরদার	// 30
বন্দী জীবন - মৌসুমী রায়	// 31
বদ্ধঘরের স্বপ্ন - সৌভিক পাল	// 32
পরিবর্তন করোনা - মধুসূদন দাস	// 33
আমফান ঝড়ের ভয়াবহতা - সাহেব মণ্ডল	// 35
বিষে বিশ - সৌরভ মিস্ত্রী	// 38
লকডাউনের আলোকিত প্রতিফলন - লাবনী গায়েন	// 40
করোনা নিয়ন্ত্রনের উপায় - মাধব মণ্ডল	// 42
আতঙ্কের করোনা - সুমন গায়েন	// 43
এখানে থেমো না - মানসী ভূঁইয়া মাল	// 44
নাগরদোলা - পূজারিনী ঘোষ	// 46
করোনা ও আমফান পরিস্থিতি - নার্গিস খান ও সোনালী লস্কর	// 49
সভ্যতাকে খোলা চিঠি - শ্যামাপ্রসাদ হালদার	// 51
'সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে' - উত্তীয় বৈদ্য	// 52

সম্পাদকীয়

থেমে থাকা জীবন হতে পারে না। জীবন সতত গতিশীল। মানব জীবন বর্তমানে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির শিকার। যেভাবে জীবন যাপনের অভ্যস্থ ছিলাম আমরা, তার পরিবর্তন ঘটেছে। জীবনকে উদযাপনের বিকল্প পন্থাও আমরা খুঁজে নিচ্ছি ক্রমাগত।

লেখাপড়া, কর্মজীবন, বিনোদন, ক্রীড়া-সংস্কৃতি - সবক্ষেত্রেই আমরা এগিয়ে চলেছি, এগনোর চেষ্টা করছি। চলার এই গতি কখনও থাকছে স্বাভাবিক, কখনোবা হয়ে পড়ছে স্লথ। পরিস্থিতি সবসময় অনুকূল থাকে না। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে এগিয়ে চলাই জীবন।

'প্রগতি' শব্দের অর্থ হল জ্ঞানে, কর্মে উন্নতি বা অগ্রগতি বা ক্রমোন্নতি। এই অতিমারি সময়েও আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকার পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান ও কর্মের যুগলবন্দি ঘটিয়ে এগিয়ে যাওয়ায় বদ্ধপরিকর।

আমাদের বিষয়ে 'স্থান' ও 'সময়' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই বিশেষ সময়কে; স্থান বিশেষে এই সময়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাবলীকে আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরে রাখতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। 'প্রগতি' দীর্ঘ সময় ধরে ভূগোল বিভাগীয় প্রাচীর পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়ে আসলেও, এই পরিস্থিতিতে ১ম বার তার ডিজিটাল সংস্করণ বের করতে আমরা উদ্যোগী হলাম।

এই উদ্যোগে শুধুমাত্র বর্তমান ছাত্র, ছাত্রীরা অংশ নিল না, সাথে বিভাগের সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং প্রাক্তন ছাত্র, ছাত্রীরাও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে আরো একবার প্রমাণ করেদিলেন ধুবচাঁদ হালদার কলেজের ভূগোল বিভাগ আসলে একটি পরিবার।

অতিমারির খোলা চিঠি

আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা,

বহুদিন নিয়মমাফিক দেখা সাক্ষাৎ নেই। যে ধরনের জীবনে আমরা ছিলাম - এখন তার থেকে অনেকটা দূরে আমাদের অবস্থান। অনেক না জানাকে মানিয়ে নিতে হচ্ছে, যদিও সেগুলো অজানা নয়। এই চিঠি লিখছি এমন একটা সময় যখন সারা পৃথিবী কার্যত স্তব্ধ। প্রতিটা দেশ এখন আইসোলেশনে, কোভিড 19 অতিমারির বিষয় সমন্ধে সকলেই এখন পরিচিত। আমাদের জীবনের সাথে এখন যুক্ত হয়েছে নতুন অনেক শব্দবন্ধ। রোগ বিষয়ক অনেক তথ্য এবং কীভাবে থাকতে হবে সেই সমন্ধে অনেক ধারণা তোমাদের কাছে এখন স্পষ্ট। এমন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি যা অতিক্রান্ত হলে ইতিহাস সময়কালকে ভাগ করবে করোনা পূর্ব এবং করোনা পরবর্তী যুগ হিসাবে। ঠিক যেভাবে বিশ্ব যুদ্ধের সময়কাল কে আমরা ইতিহাসের পাতায় পড়ি। আমরা প্রত্যেকেই এখন ইতিহাস সাক্ষী হয়ে চলেছি। পরবর্তী যুগ আমাদের পড়বে।

এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সকলেরই নিজস্ব কিছু দায়িত্ব আছে। ২০১১ সালের ভারতের সর্বশেষ সেলস অনুসারে ১৮-২৩ বছর বয়সীদের মধ্যে মাত্র ২৬% পায় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ। তোমরা প্রত্যেকেই সে সুযোগ পেয়েছো। ভারতের বহু মানুষকে এই করোনা অতিমারী দাঁড় করিয়েছে বহু প্রশ্নের সামনে। পরিবেশ, স্বাস্থ্য, সমাজ, জীবন অনেক কিছুর সামনে। আমরা সেই সমস্ত কিছু নিয়ে ভাববো আর বোঝার চেষ্টা করব কোন কিছুই বিচ্ছিন্ন নয়। সবার সাথেই সব যোগ আছে নাহলে এই বাস্তবতন্ত্র বাঁচত না। আজ সেই বাস্তবতন্ত্র সঙ্কটে, কারণ এক ট্রপিক লেভেলে ধাক্কা লাগলে অন্যটাও শেষ হয়ে যাবে। আমরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানের সাথে ঘর করি তাই যুক্তি দিয়ে বিচার করা আমাদের প্রধান কর্তব্য।

শিক্ষার ট্রপিক লেভেলে থেকে আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ যুক্তি দিয়ে বিচার করা। আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব কুশিক্ষা, অন্ধকার কে দূর করা। এই কাজ সামগ্রিক ভাবেই করতে হবে। গাছেরা যেমন পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকে অথচ তাদের মূল তীব্র ভাবে নিজেদের ধরে রাখে, আজ আমাদেরও সেই ভাবে মজবুত হতে হবে। নিজেদের শিকড় মজবুত করার এটাই সময়।

১৬৬৫ সাল, লন্ডনে প্লেগের অতিমারি। আইজ্যাক নিউটন এর বয়স তখন ২০ বছর, কেমব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের ছাত্র। দুবছর গৃহবন্দি ছিলেন অথচ সময়কে কাজে

লাগিয়েছিলেন তাঁর পড়াশোনার সাহায্যে। তাঁর পরে বিখ্যাত হওয়ার ইতিহাস তো সবার জানা। আজ আমাদের গৃহবন্দি অবস্থায় প্রত্যেকেরই অনেক অবকাশ আছে নিজেকে গড়ে তোলার। তার মধ্যে প্রধান বিষয় নিজেদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে ধারালো করা। কুশিক্ষা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, বিভেদ এই সমস্ত ছুঁড়ে আমাদের চেতনা ও বোধকে যেন ধারালো করতে পারি। তোমাদের সবার ভেতরই লুকিয়ে আছে এই শক্তি।

এই দীর্ঘ অবকাশ আমরা যেন কাজে লাগাই। প্রথা মারফিক সিলেবাসের বাইরেও আলো খোঁজার জন্য আমরা যেন পাখা মেলে দিই। সারা পৃথিবী সংহতির খোঁজ করছে। আমরাও খুঁজি নিজেদের প্রজ্ঞা দিয়ে কীভাবে আমরা পিছিয়ে পড়া মানুষ, সমাজ, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। অন্যের সহায় হয়ে, মানবিক হয়ে উঠতে পারি। কীভাবে আমরা গড়ব তাই নিয়ে আমাদের কথা চলুক, চিঠি চলুক। এই চর্চার মাধ্যমে আমরা অনেক পথের খোঁজ পাব।

ড. ব্রতী দে
বিভাগীয় প্রধান, ভূগোল বিভাগ



করোনা পরবর্তী জীবন থেকে উধাও হবে যেসব জিনিস রাজিয়া মণ্ডল তৃতীয় সেমিস্টার, অনার্স

মহামারী করোনা ভাইরাস মানুষের শরীরে নয় আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও আমূল পরিবর্তন এনেছে। এই মুহুর্তে ঘর থেকে বের হলেই মাস্ক আমাদের সঙ্গী। যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করছি শারীরিক দূরত্ব মেনে চলতে। বারে বারে হাত ধুচ্ছি। হাতে মাখছি হ্যান্ড স্যানিটাইজার। এছাড়াও লকডাউনে অনলাইনের উপর নির্ভরতা বেড়েছে।

করোনা ভাইরাস আঘাত হানার আগে পাবলিক প্লেসে এমন অনেক জিনিস ব্যবহারে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, যেগুলো আর পরবর্তীতে থাকবে না। লকডাউন একবার উঠে গেলেই করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে উঠে যাবে সেগুলোও। একনজরে দেখে নেওয়া যাক সে সম্পর্কে।

(১) লিফটের বোতাম :

লিফটের বোতাম আমরা ব্যবহার করি অফিসে, শপিং মলে আরও অন্যান্য জায়গায়। আর সেই বোতামে আরও বহু মানুষই হাত দিচ্ছেন সারাদিনে। নিউইয়র্কের একটি আর্কিটেকচার ফার্মের সদস্য মাইকেল সাইরাকিউজের মতে, 'এলভেটোরের বোতাম এরপর থেকে আর দেখা যাবে না। কারণ এর থেকে সংক্রমণের আশঙ্কা অনেক বেশি।' সাইরাকিউজ আরও বলছেন, 'এলভেটার বা লিফট ব্যবহার করতে বোতামের জায়গায় অন্য কোনও সুবিধা থাকবে। যেমন ফোনের সেন্সর কাজে লাগিয়ে, বিল্ডিং পাস, ফেস রেকগনিশন সিস্টেম বা আপনার গলার স্বর ব্যবহৃত হতে পারে।'

(২) পাবলিক বিল্ডিংয়ে দরজার হাতল :

দরজার হাতল বা ফ্রিজ-আলমারির হাতল এই কোভিড সংক্রমণকালে ভয়ংকর তা নিশ্চয়ই জানেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এবার থেকে হাসপাতাল বা অফিসের বিল্ডিংয়ের দরজায় আর হাতল থাকবে না। আর যদি হাতল থাকেও, তা ব্যবহার করা যাবে না। তাহলে কী 'খুল যা সিম সিম' বললেই দরজা খুলবে? বিশেষজ্ঞদের একাংশ

মনে করছেন, মোশন অপারেটড দরজা বা গতি নির্ভর দরজাই আপাতত ভবিষ্যত। অর্থাৎ যে দরজা কনুই দিয়ে ঠেলেই খুলে যাবে। যদিও অনেকেই মনে করছেন, অফিস বা হাসপাতালগুলো এরপর থেকে স্বয়ংক্রিয় দরজার ব্যবস্থা রাখতে পারে।

(৩) ক্যাশ রেজিস্টার :

ডিজিটাল যুগেও দোকানপাটে বা শপিং মলে কেনাকাটি করতে গিয়ে কার্ডের থেকেও বেশি পরিমাণে নগদ টাকাই দিয়ে থাকেন বহু মানুষ। আর অগুনতি মানুষের হাত থেকে নগদ টাকা নেওয়াটাও যে এই সংকটকালে একটা ঝুঁকির বিষয় তা বোধ হয় আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই শপিং মল থেকে আরও অন্যত্র এবার ক্যাশ বা নগদ টাকা নেওয়ার ব্যবস্থা চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই বিষয়ে গবেষক মাইকেল সাইরাকিউজের বক্তব্য, 'ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড এবং টাচ-ফ্রি ইলেকট্রনিক পেমেণ্টের দিকেই এগোবে সব প্রতিষ্ঠান।'

(৪) স্টাইলাস পেন :

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যে কোনও ট্রানজেকশনের পর সচরাচর আমাদের সই করতে হয়। অনলাইন অর্ডার, এমনকী কুরিয়ার এলেও স্বাক্ষর করতে হয়। আর সেই স্বাক্ষরের জন্য একটি বিশেষ পেন ব্যবহার করা হয়। সেই স্টাইলাস পেনই বহু মানুষ ব্যবহার করে থাকেন। যা এই মুহূর্তে ব্যবহার করা অত্যন্ত ভয়ংকর। গবেষক সাইরাকিউজ বলছেন, 'এর পর থেকে এই স্টাইলাস পেনের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাবে। আর সেই জায়গায় ব্যবহৃত হতে পারে ইলেকট্রনিক অথেনটিকেশন। ফেস অথবা ভয়েস রেকর্ডিং করার জন্য বিশেষ সফটওয়্যারও ব্যবহৃত হতে পারে।'

(৫) সোয়াইপ কার্ড মেশিন :

নগদের থেকে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করলে সংক্রমণের ভয় থেকে অনেকটাই মুক্ত থাকা যায় - তা আমাদের জানা। কিন্তু সেই কার্ড সোয়াইপ করার মেশিনটি নিয়েও ভয়ের কারণ রয়েছে। আর্কিটেক্ট কলিন হায়েনজেন্টসের কথায়, 'একটা কার্ড সোয়াইপ করার মেশিনে সারাদিনে বহু মানুষ হাত দিচ্ছেন। তাই কোভিড পরবর্তী সময়ে এই মেশিন আর ব্যবহৃত হবে না বলেই মনে হচ্ছে।' তাহলে উপায়? বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, এর পরে কন্ট্যাক্টলেস কার্ড বা ট্যাপ-এনাবেলড কার্ড রিডারের ব্যবহারই বাড়বে। এই পদ্ধতিতে আপনার কার্ড একটি কোডিংয়ের মারফত ট্রানজাকশন সম্পন্ন করে।

(৬) ম্যানুয়াল সুইচ :

লাইট হোক বা ফ্যান অগুনতি মানুষ বহু বার ব্যবহার করে থাকেন সেই সুইচ। যা আদতে ব্যাকটিরিয়া এবং ভাইরাসের আখড়া। এমনকী ২০১২ সালে আমেরিকান সোসাইটি ফর মাইক্রোবাইলোজির পক্ষে গবেষণা করে দেখা গিয়েছিল যে, ৯টি হোটেল রুমের লাইটের সুইচে সব থেকে বেশি পরিমাণে ভাইরাসের উপস্থিতি। আর্কিটেক্ট গাই গেইয়ারের কথায়, 'এই ঝুঁকি এড়াতে ম্যানুয়াল সুইচ বন্ধ করে দেওয়াই উচিত। সেই জায়গায় ভয়েস বা গতিকে কাজে লাগিয়ে সুইচ অন করার চিন্তাভাবনা করতে হবে।'

(৭) এটিএমেরর বোতাম :

ভবিষ্যতে ক্যাশলেস ট্রানজাকশনের দিকেই এগোচ্ছে গোটা দুনিয়া। কিন্তু জরুরি ভিত্তিতে আমাদের নগদ টাকার প্রয়োজন পড়তেই পারে। আর সে ক্ষেত্রে আমাদের ভরসা এ.টি.এম.। তবে এই এ.টি.এম.এর বোতাম নিয়ে সংক্রমণের একটা ভয় থেকেই যায়। কারণ প্রতিনিয়ত সেই বোতাম টিপে চলেছেন বহু মানুষ। আর্কিটেক্ট গাই গেইয়ারও এই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্টই সন্দেহান। তার বক্তব্য, 'বোতাম প্রেস করে টাকা তোলার ব্যবস্থা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। সেই জায়গায় ভয়েস অ্যাক্টিভেটেড এ.টি.এম. আসবে। অর্থাৎ আপনার গলার স্বরের মাধ্যমেই টাকা তুলতে পারবেন আপনি।'

(৮) সেলফফ সার্ভিস পেট্রল পাম্প :

বিদেশের বহু জায়গাতেই সেলফ সার্ভিস পেট্রল পাম্পের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে মনে করা হচ্ছে, আবার সেই আগের মতোই ফুল সার্ভিস পেট্রল বা গ্যাস পাম্পের ব্যবস্থা ফিরে আসবে। অর্থাৎ পেট্রল পাম্পের কোনও কর্মীই আপনার গাড়িতে পেট্রল ভরে দেবেন না। নিউজার্সি-তে ইতিমধ্যেই পুরনো সেই ব্যবস্থা ফিরেও এসেছে। আর্কিটেক্ট গাই গেইয়ারও সেই কথাই বলছেন।

(৯) কফি মেশিন :

অফিসে বা অনেক জায়গাতেই আমাদের সঙ্গে থাকে কফি মেশিন। সেই মেশিনের বোতাম টিপলেই বেরিয়ে আসে কফি। কিন্তু করোনার এই সংক্রমণকালে কফি মেশিন ব্যবহার করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ ওই এক কফি মেশিন বহু মানুষ ব্যবহার করে

থাকেন। বোতামেও হাত যায় তাদের। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যে ভাবে একদম ঘরোয়া উপায়ে চা-কফি আমরা বাড়িতে বানিয়ে থাকি, সেই ভাবেই আবার অফিস বা হাসপাতালে এবং নানান জায়গায় যেখানে কফি মেশিন ব্যবহৃত হয়, সেখানে চা-কফি বানানো হবে।

(১০) বোতাম টিপে সাবান জল :

অফিস, শপিং মল, নার্সিংহোম এবং অন্যান্য বেশ কিছু জায়গায় আমরা বাথরুমে একটি বিশেষ বোতাম টিপলেই সাবান জল পেয়ে যাই। করোনার কালবেলায় যা অত্যন্ত রিস্কের বিষয়। কারণ বহু নোংরা হাত ওই বোতাম টিপে সাবান নিচ্ছে। তাহলে উপায়? ক্লিনিকাল রিসার্চার এবং মেডিক্যাল অ্যাডভাইজার উর্বিশ কে প্যাটেল বলছেন, 'এবার সেন্সর এমবেডেড হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং লিকুইড সাবান সব জায়গায় চলে আসবে।'

এছাড়াও আরও অনেক জিনিসে বিপুল পরিবর্তন দেখা যাবে। করোনা পরবর্তী সময়ে।



করোনায় কর্মসংকট ও তার প্রভাব

সুভাশীষ দাস

পঞ্চম সেমিস্টার, অনার্স

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন - রাশিয়া ভ্রমণ না হলে তার বিশ্বভ্রমণ অসমাপ্ত থাকতো, মনে হতেই পারে তিনি কেন একথা বললেন ?

তিনি দেখেছিলেন, রাশিয়াতে লাইট পোস্টের ওপর মাইক লাগিয়ে জানানো হচ্ছে, যাঁরা কাজ করতে চান তারা এসে ফর্ম পূরণ করে যান। যা সেই সময়ে একটি স্বপ্নের মতন ছিল আর ওখানের নিয়ম ছিল, যে বা যারা কাজ করবে তারাই খেতে পাবে।

মানুষ তার মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান) ও অন্যান্য চাহিদা (বিনোদন, ভ্রমণ, শিক্ষা) পূরণের জন্য কোনো না কোনো কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে, কারণ বর্তমানকালে সবকিছুর কেন্দ্রে আছে অর্থ। তাই কাজ করলে তবে আসবে অর্থ, আর অর্থ এলে তবে মানুষ তার চাহিদাগুলো পূরণ করতে সক্ষম হবে।

কিন্তু আমাদের এই ১৩০ কোটির দেশে, যেখানে কর্মসংস্থান এর এক প্রবল অকাল। হটাৎ করোনার কারণে শুরু করতে হলো লকডাউন। ফলে বন্ধ হয়ে গেল কলকারখানা, অফিস, স্কুল-কলেজ, ব্যবসা-বাণিজ্য। ফলতঃ বন্ধ হলো উৎপাদন, কমলো যোগান আর বন্ধ হলো কাজ। উৎপাদন না হওয়ায় ব্যবসা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থের যোগান ধাক্কা খেল ও মুনাফা এলো না। অর্থনীতির চাকা হটাৎ করে থেমে গেল যার বড়োজোর প্রভাব পড়লো কর্মসংস্থানে, ছাটাই হলেন বহু মানুষ। যার ফলে গরীব মানুষের দৈনিক রোজগারের শেষ আশাটাও শেষ হয়ে গেল। কেউ কেউ আত্মহত্যা করলেন আবার কেউ কেউ রোজগারের অভাবে না খেতে পেয়ে মারা গেলেন। আগেই বলেছি কর্মের আকাল তো ছিলই আর তার ওপরে করোনা এসে সেই আকালের ধারে আরো বেশি করে শান দিল।

আজ লকডাউন, করোনা এসব করে পাঁচমাস হয়ে গেছে। ধীরেধীরে সবকিছু শুরু করা হচ্ছে। যারা কাজ হারাননি তারা কাজে যোগ দিয়েছেন আর যারা কাজ হারিয়েছিলেন তারা কাজ খুঁজে চলেছেন, কেউ কাজ পাচ্ছেন আবার কেউ পাচ্ছেন না। শোনা যাচ্ছে যে আর কিছুদিন এর মধ্যে নাকি করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। যখন স্বাভাবিক

হবে সবকিছু, তখন আবার কি সকলে কাজ পাবেন ? আচ্ছা আমরা কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই অভিজ্ঞতার বাস্তব চিত্র কি আবার দেখতে পাব ? যেখানে তিনি দেখেছিলেন সবাইকে ডেকে ডেকে কাজ দেওয়া হচ্ছে। হয়তো হতেই পারে, কারণ এই পৃথিবীতে কোনোকিছুই অসম্ভব নয়।



করোনা পরিস্থিতিতে আমরা ছাত্র ছাত্রীরা সুস্মিতা ঘোষ পঞ্চম সেমিস্টার, অনার্স

সালটা ২০২০। হিন্দিতে ২০ কে বলা হয় বিশ। অতএব বছরটা হয় বিশ বিশ বছর। আর এই বছরটা মানুষের কাছে বিষ হয়ে উঠেছে। করোনা, আমফান আরও কত ঘটনা ঘটছে চারিদিকে। যাইহোক, আমফান মানব জীবনে ক্ষতি করলেও তা হয়ত সেরে উঠবে খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু করোনা, মানব জীবনের সবকিছু দিনের পর দিন শেষ করছে।

একটা ছোট্ট ভাইরাস, যাকে মানুষ খালি চোখে দেখতে পায় না। সেই ভাইরাস এর জন্যই আজ মানব জীবন এলোমেলো। তেমনই এলোমেলো ছাত্র ছাত্রীদের জীবনও। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। ইচ্ছা নষ্ট হচ্ছে, কত ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যতের গতিপথ পরিবর্তন হচ্ছে, আরও কত কিছুই না হচ্ছে। পড়াশোনা চলাকালীন সব ছাত্র, ছাত্রীই মনে করে যে কবে আমরা একটু ছুটি পাব সবকিছুর থেকে। সেটা যে এইভাবে সত্যি হবে সেটা হয়তো আমার মতো কোনো ছাত্র, ছাত্রীই ভাবতে পারেনি। তেমন একই অবস্থা প্রায়ই সকল মানুষের। এতটা ছুটি হয়তো আমরা কেউই চাইনি। আর যাইহোক সব পরিস্থিতি ঠিক হয়ে গেলে কেউই হয়তো ছুটি চাইবোনা এ জীবনে। যত কষ্ট হোকনা কেন আমরা struggle করে ক্লান্ত হতে চাই, এইভাবে বসে থেকে ছুটি নিয়ে ক্লান্ত হতে চাইনা। হয়তো সবাই এমনটাই চাইবে।

সবশেষে এটাই বলতে চাই - যেন এই স্বপ্নের ছুটিটা জীবনে আর না আসে, সবকিছু যেন খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যায়।



ভাইরাস করোনা
সাবিনা মণ্ডল
তৃতীয় সেমিস্টার, অনার্স

পৃথিবীতে চারিদিকে, ব্যথাতুর অনাহারী
এসেছে 'করোনা' এক, কী ভীষণ মহামারী!
দিকে দিকে ছড়াচ্ছে, অযাচিত ভাইরাস
সংক্রমণে ভরে গেছে, মানুষের নিঃশ্বাস।

শ্রমজীবী মানুষের পকেট যে শূন্য
ওদের চাহিদাগুলো রয়েছে অপূর্ণ।
ঘরেতে বন্দী আজ অসহায় জনগন -
লকডাউন যেন আজ, মনে হয় প্রহসন!

করোনা রুখতে গিয়ে কতকিছু টোটকা -
মোমবাতি, হাততালি, কেউ ছোঁড়ে পটকা।
করোনা দাওয়াই পেতে সক্রিয় বিজ্ঞান
আজও সে লড়ছে একা, সত্যের জয়গান।

যদিও বিষম লড়াই, আমরাও লড়ছি
স্বপ্নের ধারাপাতে জীবনটা ভরছি।
বুকভরা আশা নিয়ে, মনে দৃঢ় আশ্বাস
একদিন ফিরে পাব জীবনের উচ্ছ্বাস।



আমরা হার মানবো না রাখী নস্কর পঞ্চম সেমিস্টার, অনার্স

করোনা তুমি কেন এলে এমন ব্যাধি নিয়ে?
ভালোই তো কাটছিল দিন।
ক্লাসের একটু বকা শুনে ভেবোনা দুর্বল আমরা।
বীর সুভাষের মতো সঙ্গী আছেন সাথে।

ধৈর্য ধরলে সুদিন আসবে আবার ফিরে।
লক্ষ মানুষের চোখের জল যাবে না বৃথা হয়ে।
কত তো ঝড় এসেছে ফণি, আমফান।
লড়েছি তার সামনে না মানি হার।

চারিদিকে হাহাকার, অনাচার-অনাদর
এই সুযোগে গরীবের ধন লুটে খায়
কিছু অসৎ মানুষের দল।
লকডাউন মানছে না কেউ
কতদিন থাকবে তারা ঘর বন্দী হয়ে।

তবুও আমরা মানবো না হার, টলবে না মনোবল।

করোনায় কোয়ারান্টাইন

দেশজুড়ে উত্তরোত্তর বাড়ছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। তবে বাংলায় এখনও নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ (কোভিড-১৯) কারও শরীরে মেলেনি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সন্দেহভাজন ব্যক্তি কিংবা রোগীকে একা ঘরবন্দি করে রাখা (কোয়ারান্টাইন) কিংবা আলাদা রেখে চিকিৎসা করার (আইসোলেশন) বিদ্যমানভাবে সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। কেননা, সংক্রমণের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলাই বাটার সবচেয়ে ভালো উপায় বলে জনসাধারণ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞেরা। বৃহস্পতিবার এ নিয়ে কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা মেনে বিশেষ গাইডলাইন প্রকাশ করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। বলা হয়েছে মাস্ক ব্যবহারের বিধিও। তার পরেও থেকে যাচ্ছে কিছু তুলি। বিষয়গুলি দেখে নেওয়া যাক এককমলকে

কোয়ারান্টাইন কী
 ■ সংক্রমণ থাকতে পারে সম্পর্কে কাউকে ঘরবন্দি করে রেখে পর্বতক্ষেপে রাখা

আইসোলেশন কী
 ■ সংক্রমণ নিশ্চিত হলে তাকে অন্য রোগীদের থেকে আলাদা রেখে চিকিৎসা করা

কাদের অকুরি কোয়ারান্টাইন
 ■ ঘর-সহি-কামির উপসর্গ আছে, এমন ব্যক্তির যদি বিশেষ ভঙ্গি কিংবা সন্দেহভাজন করোনা-আক্রান্তের সঙ্গে স্রাব্যক বা পরোক্ষ সংস্পর্শের নজির থাকে

সংস্পর্শের অর্থ কী
 ■ যদি কেউ চিহ্নিত বা সন্দেহভাজন করোনা-আক্রান্তের সঙ্গে একই বাড়ি বা ঘরনে থাকেন কিংবা সাধারণ আসনে (বিশেষত বন্ধ পরিসরে) অথবা ১ মিটারের কম দূরত্বে সাক্ষাৎ করেন

ঘরবন্দি থাকার নিয়ম
 ■ আলাদা ঘরে থাকতে হবে। ঘর মেনে খোলামেলা, আন্দো-বাতাসচুকুত হয়। ঘরে আলাদা শৌচাগার থাকলে ভালো। একাছই কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে ন্যূনতম ১ মিটার দূরত্ব রাখা। পুষ্টি, শিশু, প্রসূতি ও অন্য অসুস্থ ব্যক্তির থেকে দূরে থাকা। কোনো সমাগমে যোগ্য নয়। বাড়ি থেকেও বেরোনো নয়

ঘরবন্দি অবস্থায় কী করণীয়
 ■ ঘরবন্দি থাকার সময় কিংবা আলাদা ঘরবন্দি হলে হাত পরিষ্কার রাখা। বাসনা, আসবাব, গামছা/কোয়ালে, কিছুনা অন্যরা ব্যবহার করবেন না। একবার ব্যবহারযোগ্য সার্জিক্যাল মাস্ক পরে থাকতে হবে সর্বক্ষণ। ৬-৮ ঘণ্টার বদলাতে হবে সর্বক্ষণ। পরিবারের মার একজনই 'রোগী'র সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন সামান্য-সামান্য। যদি কোভিড-১৯ চিহ্নিত হয়, সে ক্ষেত্রে পরিবারের অন্যদের কোয়ারান্টাইনে থাকতে হবে

কোয়ারান্টাইন কত দিনের
 ■ উপসর্গ বা সন্দেহ দেখা দেওয়া থেকে পরবর্তী ১৪ দিন। এর মধ্যে কোভিড-১৯ পরীক্ষিত এলে হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে স্থানান্তর

স্বাস্থ্যবিধি মেনেও তুলি কোথায়
 ■ কারোনি নোট/করেন, বাস-স্ট্রাম-ট্রেন, স্টেশন, অফিস, কুল-কলেজের প্রায়ের হল ও ক্লাসরুম




মানুষ আজ পাচ্ছে ভয় সনাতন সাফুঁই তৃতীয় সেমিস্টার, অনার্স

মানুষ আজ পাচ্ছে ভয়
চারিদিকে ভয়ানক ভাইরাস বয়
শুনেছি নাম তার করোনা
সেও নাকি made in China।

বিশ্বজোড়া বিবর্ণতা ফুরিয়ে গেছে হাসি
মক্কা খালি, মদিনা খালি, খালি গয়া কাশি।
সারা বিশ্বে পড়েছে হাহাকার
চারিদিকে বাজছে মৃত্যুর রণ হুঙ্কার।

কত মায়ের কোল হচ্ছে যে খালি
আসুন আজ আমরা সাবধানতা অবলম্বন করি।
সুস্থ থাকবো ভালো থাকবো এই করি পণ
বারে বারে হাত ধবো, দিয়ে সাবান জল।

সর্দি, কাশি, জ্বর সাথে থাকলে শ্বাসকষ্ট
নোবেল করোনার লক্ষণ যেন স্পষ্ট।
চিন, ভারত, ইতালি ও ফ্রান্স কত দেশ যে জব্দ
চারিদিকে তাই লকডাউন, এই একটাই শব্দ।

লকডাউনকে করব না কখনো অবহেলা
সারা বিশ্বে চলছে যে করনার মরণ খেলা।
আসুন আজ আমরা দ্বন্দ্ব ভুলি
করোনার বিরুদ্ধে সবাই মিলে লড়ি।



রোগ হয়েছে পৃথিবীর
রসিদা মণ্ডল
তৃতীয় সেমিস্টার, অর্নাস

আমরা নাকি সভ্য জাতি?
রোগ বলাই দূরে রাখি?
তাও তো একটা ছোট প্রাণ,
কি জানি তার বাপের নাম?
ফুরিয়ে নিলো লক্ষ প্রাণ,
বল কে দেবে তার দাম?

আমরা তো সব কলের মানুষ
দম ফুরালেই আঁকুর পাঁকুর,
তবুও দিব্যি বড়াই করি,
আমরা নাকি সমাজ গড়ি?
যে সমাজে হয় না বিচার
ছোট একটা প্রাণের আজ।

আমরা শুধু বাঁচব একা
ওরা কোথায় যাবে বাছা?
ওদের কি হয় না আশা
দরজা খুলে বাইরে আসার।
কিন্তু আমরা তুলছি দালান
রুদ্ধ করে তাদের প্রাণ।

বিষবাস্পে ভরিয়ে দিয়ে
নিয়েছি কত হাজার প্রাণ
সে হিসেব রাখতে নেই
ওরা তো মোটে ছোট প্রাণ।
তাদের কী আর আছে দাম!
না আছে মাথা, না আছে নাম।

এই বিষেতেই বিশ্ব পুড়ে
ছাই গাদাতে ভরছে সমাজ।
তাই বলে কি ছোট্ট খুদে
বসে আছে ঘরে নিজের!
রোগ হয়েছে পৃথিবীর এখন
এমন তো নয় এই প্রথম
লক্ষ লক্ষ ঝরছে প্রাণ
খাঁচায় বন্দী অবিরাম।

আমরা মানুষ বুদ্ধি যুক্ত
ভুল করেছি শতবার।
তা বলে তার শাস্তি দিয়ে
নিরীহ প্রাণ নিওনা আর।
সেরে উঠতে হবে পৃথিবী
তোমায় যে আর একটি বার।



সমসাময়িক পরিস্থিতি এবং একটু অন্যরকম ভাবনা

পারুল দাস

অধ্যাপিকা, ভূগোল বিভাগ

"তবে, সবই হয়তো আবার নতুন করে গঠন হবে। চিন্তাধারা নতুন হবে, চলমান হবে, পৃথিবী আবার এক নতুন জীবন পাবে। অন্যরকম জীবন পাবে।"

মানুষের ব্যস্ত জীবনে আজ ভাটা পড়েছে। সমসাময়িক পরিস্থিতি বেশ অগোছালো, ভবিষ্যত কিছুটা ধোঁয়াশা। প্রকৃতিকে বশ করতে গিয়ে মানুষ নিজেই ঘরবন্দী অবস্থায় দুশ্চিন্তায় ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছে আজ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব আজ অস্তিত্ব সংকটে ভাবা যায়? যারা এতদিন ধ্বংসের খেলায় মেতে ছিল তারা আজ অসহায় হয়ে পড়েছে সময়ের কাছে - সময়টা বড়ই খারাপ চারিদিকের অবস্থা ভাল নয় - মানুষ ভাবছে আর বুঝি রক্ষা নেই।

হঠাৎ এই করোনা পরিস্থিতি, মৃত্যুভয়, লকডাউন, আমফান, ভূমিকম্প, বন্যা, দুর্যোগ-বিপর্যয় - সবকিছু মিলিয়ে এই সংকটময় অবস্থা যেন মানুষকে এক আয়নার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যদি মানুষের মধ্যে এতটুকু মনুষ্যত্ববোধ অবশিষ্ট থাকে, সেই বোধ থেকে যদি সে ওই আয়নায় চোখ রাখে তাহলে অবশ্যই দেখতে পাবে সত্যিটা - এই পরিস্থিতির জন্য নিজের অবদান কতটা।

আপাতদৃষ্টিতে সময়টা খারাপ অবশ্যই। তবে এটা কি হওয়ার ছিল না? প্রকৃতি এতদিন অনেক কেঁদেছে - মানুষ কি শুনেছে তার কথা? মানুষ মেতে ছিল তাকে জয় করবার নেশায়, মেতে ছিল পৃথিবীর প্রত্যেকটা সীমানাকে নিজের অধিকারে নিয়ে আসার খেলায়, সভ্যতার সর্বোচ্চ সীমানায় পৌঁছে গিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার নেশা তার মাথায় চেপে বসেছিল তাই প্রকৃতির কান্না শোনার সময় ছিল না তার কাছে - কিন্তু এখন, এখন তার কাছে অখণ্ড অবকাশ - তার ব্যস্ততার চলমান জীবনের গতি রুদ্ধ হয়েছে আজ। মানুষ এখন ঘরবন্দী - আর কিছুটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই তার হাতে হঠাৎ করে চলে এসেছে বেশ কিছুটা অবসর সময় - যে সময়টুকু তার ব্যস্ততার জীবনের কল্পনাতেও ছিলনা।

তবে যাই হোক এই সময়টুকু তার জীবনে কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে এসেছে - এই পরিবর্তনের খারাপ দিক গুলোকে সরিয়ে দিয়ে আমরা যদি একটু অন্যরকমভাবে দেখি,

তাহলে দেখতে পাবো এই সময়টুকুতেই সে নিজেকে নতুন করে চিনেছে, তার ভালোলাগা, শখ সবকিছুকে বুঝতে শিখেছে এই ফুরসতে। সে তার পরিবারের সাথে সময় কাটাতে পারছে, পরিবারের মানুষদের মনের খোঁজ পাচ্ছে, রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতার উর্দে উঠে একসাথে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে, ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমফান পরবর্তী সময়ে - মানুষের মধ্যে কমেছে সামাজিক দূরত্বও - তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে সব কিছুকে জয় করতে গিয়ে নিজেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে সে। আর সেই সঙ্গে এটাও উপলব্ধি করতে পেরেছে যে একা একা কোনো সংকটের মোকাবিলা করা যায় না, মানুষ দাঁড়িয়েছে মানুষের পাশে - বেড়েছে মনের টান - আর এই পরিস্থিতিতে এটাই হয়ত মানুষের কাছে অনেকটা মুক্ত বাতাসের মত।

মানুষ তার এই হঠাৎ পাওয়া অবসর সময়ে বসে এটুকু অবশ্যই উপলব্ধি করতে পেরেছে যে - সবকিছু অধিকারের নেশায় প্রত্যেকটা মানুষ যেন একে অপরের থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, ঝগড়া, হানাহানি, দলাদলি - এই সবকিছু প্রত্যেক টা মানুষকে করে তুলেছিল এক বিচ্ছিন্ন গ্রহের প্রাণী - যে শুধুই একাই রাজত্ব করতে চায় এই পৃথিবীতে। শুধু তাই নয় মানুষ তার পরিবারের মানুষদের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ব্যস্ততার জীবন - প্রযুক্তির উন্নতি, স্মার্ট ফোন, সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশিরভাগ সময় কাটানো - মানুষকে যেনো যান্ত্রিক করে তুলেছিল ক্রমশ। পরিবারের মানুষদের সাথে একটু কথা বলতে, সময় কাটাতে ভুলে যাচ্ছিল মানুষ আসতে আসতে, বাড়ছিল সামাজিক দূরত্ব। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটা মানুষ হয়ে পড়েছিল খুব একা।

এরকম একটা অবস্থা থেকে মানুষের উপলব্ধিকে স্রোতের অনুকূলে ফেরানোর জন্য কিছুটা সময়ের হয়ত সত্যিই প্রয়োজন ছিল - আর এই সময়টা মানুষ ফিরে পেলো এরকম সংকটকালীন পরিস্থিতিতে। আপাতদৃষ্টিতে এটা খারাপ পরিস্থিতি মনে হলেও কার্য-কারণ সম্পর্ককে যদি একটু খুঁটিয়ে দেখা যায়, তাহলে এই পরিস্থিতি অস্বাভাবিক কিছু নয় - এটা হওয়ার ছিলই। তবে এই পরিস্থিতিতে মানুষ তার উপলব্ধি দিয়ে যা যা ফিরে পেল সেটাকে রসদ করেই যদি এগিয়ে যায় তবে এই সংকটকালীন পথ কিছুটা সুগম হতে পারে। প্রত্যেকটা খারাপ ঘটনার মধ্যেও ভালো কিছু থাকে যার থেকে শিক্ষা

নেওয়া যায়, আর এই সমসাময়িক পরিস্থিতি থেকেও মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে পজিটিভ দিক গুলোকে - সেখানেই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবের সার্থকতা - এটা মানুষকে পারতেই হবে।

যদিও মানুষ এখনও দাঁড়িয়ে আছে ভুল পথের বাঁকে। এখনও সময় আছে, একটু

ভাবলেই হয়ত মানুষ মুখ ঘুরিয়ে ঠিক পথের কিনারা করতে পারবে - আর এইটুকু ভাববার অবকাশও মানুষ পেয়ে গিয়েছে এখন। আমরা দেখেছি ইতিহাসের পাতায় পাতায় মহাযুদ্ধ শেষে, প্রকৃতির সঙ্গে ভয়াবহ মোকাবিলার পর কিংবা মহামারীতে স্বজন হারিয়ে, ঐতিহ্য আর অগ্রগতিকে মিলমিশ করিয়ে অতীত দিনের মানুষরা যেভাবে নিজেদের সংযত করেছেন, অনেক গলিপথে মুখে দাঁড়িয়ে বারবার ভেবেছেন - উপায় বের করেছেন ঠিক সেভাবেই এবারেও যদি মানুষ নিজেদের শুধরে নিয়ে, ফিরে পাওয়া মনের টানে সঠিক পথে এগিয়ে যায় তাহলে হয়ত আবার সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে একদিন। প্রকৃতি বাউলের একতারা থেকে সুরের বদলে রক্তের যে ফিনকি উঠেছে আজ, তা যেন শান্তির জল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বমানবের মাথায় - সেই দিনটার অপেক্ষায় হয়ত আমরা এখনও বেঁচে আছি।

[সমসাময়িক পরিস্থিতিতে যে বইগুলি আমাকে অন্যরকমভাবে ভাবতে শিখিয়েছে, সেগুলি হলো অধ্যাপক মলয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা 'ভুল পথের বাঁকে' বইটি, বিজ্ঞান অন্যান্যক এর 'যখন পৃথিবী বিপন্ন' বইটি এবং 'অবাক পৃথিবী' ব্লগ এর চিন্তাধারা - আমার এই লেখাটিকে প্রভাবিত করেছে। আমি ধন্যবাদ জানাই তাদের।]



মানুষ তোমাকে মনে রাখবে আদিত্য সরদার তৃতীয় সেমিস্টার, অনার্স

পৃথিবীতে যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন মানুষ একবিংশ শতাব্দীর এই বছর টিকে কখনো ভুলতে পারবে না, এই সালটা শুরু হয়েছে একটা বড়ো দুর্দশার মধ্য দিয়ে, যেটাতে আমাদের এখনো ভুগতে হচ্ছে, তার নামটা না নিলে এই লেখাটা বৃথা। তার নাম হল 'করোনা ভাইরাস'। যেটার উৎপত্তিস্থল ছিল চীনের এক জনৈক মাছ বাজার হুানান, সেখান থেকে এই ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যায়, এই মারণ ভাইরাস-এর জন্য সারা বিশ্ব লকডাউন নামক একটি পিরিয়ড এর মধ্যে দিয়ে স্থিতিশীল অবস্থায় আছে।

আর নতুন করে এই মারণ ভাইরাস সম্পর্কে কিছু বলবার নেই কেউ এতে সুস্থ হচ্ছে তো কেউ দিচ্ছে প্রাণ, আর খুবই দুঃখের বিষয় যে, যখন কোনো খবরের কাগজে, পত্রিকায় চোখ রাখি দেখি কত মানুষ এই ভাইরাস এর কবলে প্রাণ দিয়েছে তখন যেন ব্যাকুলতার সুরে কেঁদে উঠি।

করোনা এমনিতেই সাধারণ মানুষের অল্প যোগানের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে তার উপর চলে এলো 'আমফান', যার গতিবেগ ছিল ১৮৫ কিমি/ঘন্টা। যেটা এসে সব চুরমার করে দিয়ে গেলো। এই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাধারণত সুন্দরবনের মানুষ, যাদের হয়তো ঠিকমতো বাস করবার মতো ঘরটুকুও আর নেই। ঝড়ের রাতে সাধারণ মানুষ চলে গিয়েছিল উঁচু স্থানে বা কোনো স্কুলে, কোনো কিছু পরোয়া না করে কেবল মাত্র প্রাণ বাঁচাতে। সকালে বাড়ি ফিরে এসে দেখে ঝড় সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

তবুও মানুষ এতো বড় সাইক্লোনকে মোকাবিলা করতে পারলেও মোকাবিলা করতে পারেনি মারণ ভাইরাসকে। বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে দুষ্ট ভাইরাস কে রাখবার জন্য। আমাদের বিশ্বাস আমরা একদিন আবার নতুন ভাবে জাগবো; তবে দেখবে মানুষের সভ্যতার ইতিহাস তোমাকে মনে রাখবে।



চিকিৎসা ব্যবস্থায় করোনার প্রভাব

মৌমিতা হালদার

পঞ্চম সেমিস্টার, অনার্স

সবাই ভালো আছেন তো? আমার কিন্তু মনে হয় আপনারা সবাই ভালো নেই। করোনা পরিস্থিতিতে অন্যান্য অনেক সমস্যা হচ্ছে সবার কিন্তু তার মধ্যে যেটা অন্যতম সেটা হলো অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার সমস্যা।

আমরা সাধারণ মানুষেরা যেমন করোনা নিয়ে আতঙ্কিত তেমন ডাক্তারও কিছুটা চিন্তিত। এটা কি স্বাভাবিক নয়? তারাও মানুষ তাদেরও পরিবার আছে, তাদের কিছু হলে আমাদের মতন তাদের পরিবারের কি হবে? এটা জেনেও তারা দিনরাত এক করে আমাদের সেবা করে যাচ্ছেন। তাই আমার একটা প্রশ্ন আছে সেই সমস্ত মানুষদের কাছে যারা ডাক্তারদের গায়ে হাত তোলে - আজকের দিনে দাড়িয়ে ডাক্তার নার্স আর সেবাকর্মীরা আমাদের জন্য যেভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাতে তাদের ওপর অত্যাচারে সেই পুরনো দিনগুলি ভেবে আমি আপনি কি লজ্জা পাবনা বলছেন?

আবার, অন্যদিকে এটাও আমাদের দেখতে হচ্ছে যে চিকিৎসার অভাবে গরীব শিশু থেকে যুবক-যুবতী তথা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত অনেক সময় রাস্তায় মারা যাচ্ছে। এইতো সেদিন টিভিতে দেখলাম বাবা মায়ের সামনে আমার ভাই এর মত একজন ছেলে চিকিৎসার অভাবে মারা গেল। আবার এটাও শুনলাম যে একটা ছোট্ট মেয়ে হসপিটালে খাবার না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের সামনে মারা যায়। একবার ভেবে দেখুনতো এই সমস্ত বাবা মায়ের মনের কথা। বুঝতে পারছেন একজন বাবা মায়ের সামনে বা কোনো সন্তানের সামনে যখন তাদের সন্তান কিংবা বাবা মা যন্ত্রণায় কিম্বা কষ্টে মারা যায় তাহলে কি হয়?

এসব তো তাও টিভিতে দেখা ও শোনা ছিল কিন্তু কিছুদিন আগে যে দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ঘটলো সেটা একটা খারাপ স্বপ্নের থেকে খারাপ কিছু নয়। আমি দেখলাম পাড়ার একজন দাদুর হঠাৎ রাতে পেট ব্যাথা শুরু হয় কোনো ভাবেই তাকে বাড়িতে রেখে সুস্থ করা গেল না। তার মেয়ে একজন নার্স, বাবাকে নিয়ে সে যেখানে পেরেছে সেখানে গিয়েছে কিন্তু কোনো হাসপাতালে তার চিকিৎসা হয়নি। চিকিৎসা তো অনেক দূরের কথা কেউ দাদুর গায়ে হাত পর্যন্ত দেননি হয়তো এটা ভেবে যে ওনার গায়ে যদি করোনা ভাইরাস থাকে। দুর্ভাগ্য বসত দাদুকে বাঁচানো যায়নি উনি রাস্তায় মারা যান। সেদিন দাদুকে উঠানে শোয়ানো ছিল শেষ কাজের জন্য। তার আপনজনরা তেমন কেউ

উপস্থিত হতে পারেননি লকডাউন এর জন্য। কিন্তু তার নার্স মেয়ে তার মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে বলছিল বাবা আমি আমার সেবার দ্বারা অন্যকে সুস্থ করে তুলি কিন্তু আমি তোমায় বাঁচাতে পারলাম না। বিশ্বাস করুন বুকটা ফেটে যাচ্ছিল সেদিন তার কথাগুলো শুনে।

আমি ভাবছি এরকম কতকিছুইনা ঘটছে চারিদিকে। কত কান্না কত আর্তনাদ - সবকি জানতে পারছি আমরা! না কিচ্ছু জানতে পারছি না আমরা। প্রকৃতি যেন মারণ খেলায় মেতে উঠেছে। অনুরোধ করছি দয়া করে ফিরিয়ে দেবেন না একটু দেখুন এই মানুষগুলোকে। কি জানি একজন মানুষের মৃত্যু সংখ্যায় ১ হলেও একটা পরিবারকে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।



আমফান পরবর্তী হিমালয় মণ্ডল পঞ্চম সেমিস্টার, অনার্স

আমফান নামে এই ঝড়টি আমাদের প্রত্যেকটি বাঙালির মনে গভীরভাবে আঘাত হেনেছে। বিগত ১১ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এত গতিবেগসম্পন্ন ঝড় দেখা যায়নি। আবহাওয়াবিদের মতে আমফান এর গতিবেগ ছিল ১৬০কিমি/ঘন্টা, ২০শে মে ২০২০, বুধবার সারাদিনব্যাপী এর তাণ্ডব চলতে থাকে। ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি যে এত ভয়ঙ্কর রূপ নেবে তা কেউ আশা করেনি। এটি আবহাওয়াবিদের মতে দুই ২৪ পরগনায় আছড়ে পড়ার পূর্বানুমান প্রকাশ করেছিল। কিন্তু এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বেশি আঘাত হেনেছে; বিশেষত কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথর, বকখালি, গঙ্গাসাগর এবং নদী-সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলিকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

ঝড় পরবর্তীকালে পশু পাখিদের আবাসস্থলগুলি ধংস হয়ে যায়। হেক্টর হেক্টর জমি, গাছপালা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গাছপালা রাস্তায় স্তুপাকারে পড়ে থাকে। কৃষকদের মাথায় হাত পড়ে যায়, হেক্টর হেক্টর ফসল নষ্ট হওয়ায় বাজারে ফল ও সব্জির দাম বাড়তে থাকে।

ঝড়ের আগের পরিবেশ ও পরের পরিবেশকে মেলানো খুবই কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। স্বাভাবিক জীবনের সাজানো গোছানো পরিবেশগুলো সব ধ্বংসস্তুপ পরিণত হয়েছে। কারোর বাড়ির চাল উড়িয়ে নিয়ে ফেলেছে। ইলেকট্রিক পোস্ট, তার ছিঁড়ে রাস্তায় গড়াচ্ছে, ফলে রাস্তায় যানবাহন চলাচলের খুবই সমস্যা হয়েছে।

ঝড়ের ফলে সরকার নানান রকমের ত্রাণবিতরণ করেছে। এছাড়া আমাদের কলেজ কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির পরে মানুষ, প্রকৃতি সবকিছু স্বাভাবিক হতে থাকে। সবকিছু ধীরে ধীরে ঠিক হতে থাকে। তবে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে প্রকৃতি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী।



করোনা বিদায় ধ্বনি
সাবানা গাজী
পঞ্চম সেমিস্টার, অনার্স

করোনা তুমি এসেছো কেন এই ধরনীর বুকে -
তোমার জন্য এই পৃথিবীর ঘুম গিয়েছে ছুটে।

করোনা তুমি কেড়ে নিয়েছো, সবার শান্তি-সুখ
তোমার জন্য হয়েছে বিবর্ণ আমাদের হাসি মুখ।

তোমার জন্য রোজ আমাদের আতঙ্কে কাটে দিন
স্কুল কলেজ সব বন্ধ এখন, মুঠো ফোনে যাচ্ছে দিন।

করোনা তুমি বিদায় হও, শুনে আমাদের প্রার্থনা -
প্রাণ ভরে যে হাসতে চাই এটাই সবার কামনা।

হচ্ছে যে প্রাণঘাতী, মানছোনা কিছুতেই -
লেগে আছো সর্বদা মানুষের পিছুতেই।

থেমে নেই মেডিকেল ও গবেষকের দল,
এত কিছুর গবেষণাতেও মিলছে না কোনো ফল।



আকাল নেমেছে দেশে রিজুয়ানা সরদার পঞ্চম সেমিস্টার, অনার্স

আকাল নেমেছে দেশে
জিনিসের দাম শুধু বেড়ে যায়
মানুষের দাম কমে যায় হয়
কবর ভরে যে লাশে।

জোটেনা অন্ন গরীবের পেটে
মুনাফার লোভে তাহারই কত
আড়ালে লুকায় খাদ্যকে যত
অভাব ঘুচবে কিসে?

দেশের নেতারা বিধাতা সবার
গালভরা বুলি অনেক নেতার
ভোটে জয়ী হতে কাছে টানে
আপন-স্বজন বেশে।

ভরে গেছে দেশ নেতায় নেতায়
পাঁক ঘাটে তারা, মাখেনা গায়
সকল খুঁজে নিজেকে বাঁচায়
পথ খুঁজে নেয় শুধু যে যার
জনগণকে রেখে বশে।

আছে প্রকৃতির মার
খরায়, করোনায় সব ছারখার
ফসলের ক্ষেত, মজুত খামার
বিপদের জলে ভাসে
আকাল নেমেছে দেশে।



বন্দি জীবন
মৌসুমী রায়
পঞ্চম সেমিস্টার, অনার্স

আকাশের চাঁদ তারা ও সূর্যেরও বিপদ আসে
পাখি নদী গাছপালা জীবজন্তু
আকাশ পাতাল ডানে বামে উপরে নিচে সর্বত্র
এখন বন্দি জীবন ঘরে ঘরে দীর্ঘশ্বাস।

নাক মুখ চোখ কান হাত পায়ের যত বিপদ
অনাদি ভাবনার মাঝে ডুবে আছি

কবে মুক্তি পাব বন্দীত্ব থেকে।

হাহাকার চারদিকে শেষ কোথায় জানা নেই
পথ-ঘাট দোকান-পাট আলু-বেগুন
পটল আদা-রসুন মশলারা - দুঃখ ভারাক্রান্ত।

কাঁদে নিঃশব্দ কান্না, শূন্য উনুন জল ফোটে,
আগুনের ভেতরে হাহাকার কিছু নেই দেহের ভিতর।



**বন্ধ ঘরের স্বপ্ন
সৌভিক পাল
পঞ্চম সেমিস্টার, অনার্স**

স্বপ্নে তোমার বিধিনিষেধ, লক্ষ্যে তোমার টান;
মারণব্যাদির বিষণ্ণতায় প্রাণ, করছে আনচান।

দুর্গতদের মুষ্টি ভরে স্বপ্ন দেখাও শুধু;
জীবনের অস্বচ্ছ পর্দায় মরুভূমি ধু ধু।

আপনজনের মাঝে এত আখের গোছানোর টান;
দেশবাসীর বর্তমানে ভিমড়ি খাওয়া ওষ্ঠাগত প্রাণ।

চারিদিকের কোলাহলে কেউ বা বাঁচে, কেউ বা মরে;
জীবনের শেষ পাতাটায় ইতি টেনো ভক্তি ভরে।

স্বপ্ন আবার দেখবো আমরা, হার না মানা পৃথিবীতে;
জীবনযুদ্ধে ভাসাব শরীর বিজ্ঞানেরই দীঘিতে।



পরিবর্তন করোনা
মধুসূদন দাস
প্রাক্তন অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ

লিখতে গিয়ে বিষণ্ণতার সঙ্গেও একবুক আশা নিয়ে নটিকেতার ভাষায় বলে উঠি - “এক দিন ঝড় থেমে যাবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে”। করোনা মহামারী যেমন বিশ্ব থেকে অনেক কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে তেমনই দিয়েছেও বহু কিছু। এই দেনা পাওনার হিসেব বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে গভীর ভাবে লক্ষ্যপাত করলে দেখতে পাব। ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচকই হোক বিশ্ব দর্পনে পরিবর্তন সুস্পষ্ট।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হওয়া সঙ্গেও করোনার প্রকোপে আজ সেই সংঘবদ্ধতায় ধরেছে চিড়। কিছুটা নিজস্ব সতর্কতায়, কিছুটা অজ্ঞতায় আর কিছুটা আতঙ্কে মানুষে মানুষে তৈরী হয়েছে সামাজিক দূরত্ব তথা মানবিক দূরত্ব। ঘৃণা রুগীকে নয়, রোগকে করা উচিত। মানুষ আজ সে কথা ভুলে গেছে। তার জ্বলন্ত প্রমান বনগাঁর ঘটনা। সাহায্য চেয়েও বঞ্চিত হওয়া মহিলা যিনি শেষ চেষ্টার দ্বারা স্বামীকে এম্বুলেন্সে তুলতে না পারার মর্মান্তিক পরিনতি মৃত্যু। সামাজিক দূরত্বের আড়ালে মানবিক পরিবর্তনে বর্বরতা যুক্ত হল। আসলে মানুষ ছিল বন মানুষের দল, বাস ছিল গুহাতে।

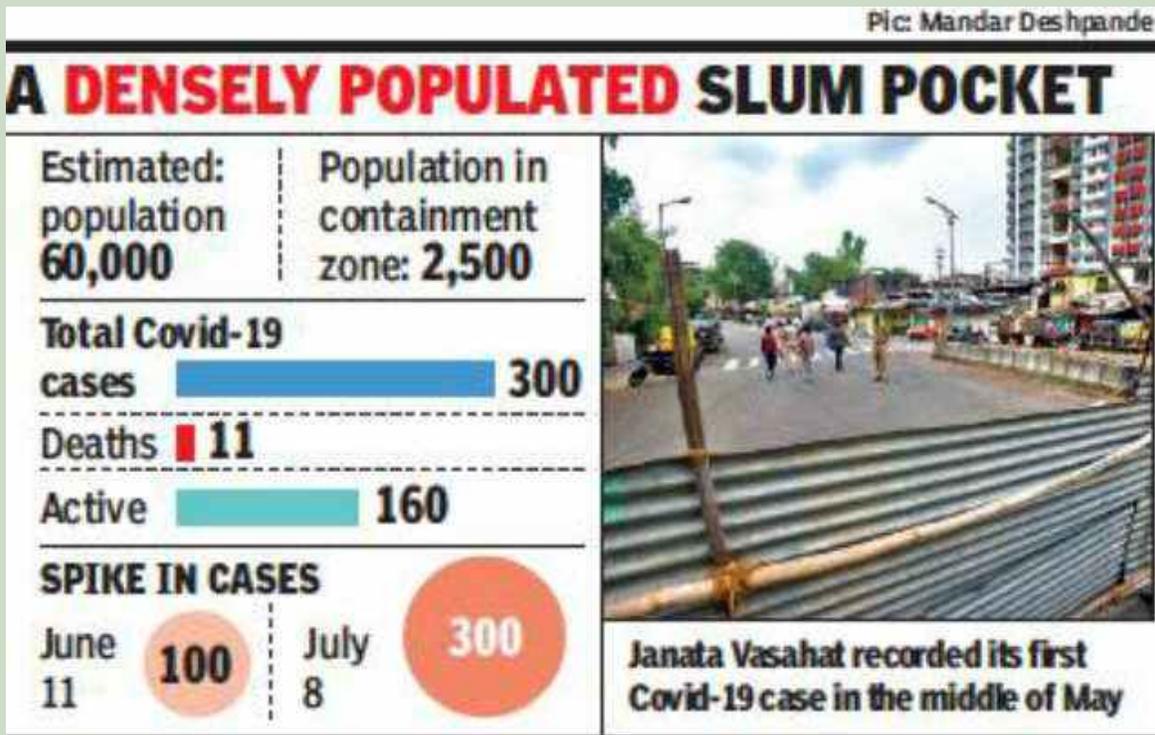
শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ও এই করোনার প্রভাব সুস্পষ্ট। চিরাচরিত শিক্ষা ব্যবস্থা আজ নিয়েছে নতুন মোড়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঝুলেছে তালা, শিক্ষার্থীরা হয়েছে ঘরবন্দী। ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছাড়া চলছে পঠন পাঠন। প্রথাগত শিক্ষা আজ চলছে দূরাগত শিক্ষার আদলে। যার কারণে শিক্ষার্থীদের মনে তৈরী হচ্ছে এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা।

তবে শুধু শিক্ষার্থী নয় লকডাউনের কারণে কর্মমুখর জীবন আজ প্রতিবন্দী। করোনার সঙ্গে চলছে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ। তবে এর ফলে দূরন্ত পৃথিবী হয়েছে শান্ত, স্বচ্ছ, নির্মল ও স্নিগ্ধ। ভোরের বাতাসে শুনতে পাই কোকিলের কুহুতান। পরিযায়ী পাখীরা আবারও বাড়ির চারপাশে ফিরে এসে পাখা মেলে, তাদের কিচির মিচির শব্দে ভোরের ঘুম ভাঙে। স্টেশন গুলি যেন কিছু হারিয়ে মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে। এই দৃশ্য খুব বিরল।

বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা করোনা যুদ্ধ জয়ের একমাত্র মন্ত্র হলেও বিভিন্ন জায়গায় ফুটে উঠেছে অসচেতনতার স্পষ্ট ছবি। কেউ বা দিচ্ছে মাস্ক না পরার অজুহাত, কেউ বা চায়ের দোকানে ভিড় করে বলছে “আমরা চা খাবনা, খাবনা আমরা চা!”।

একদিকে কর্মহীন বেকারত্ব অন্যদিকে অত্যাধিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। কালোবাজারি থেকে রেশনিং ব্যবস্থায় দুর্নীতির চাপে মানুষ তার নূন্যতম মৌলিক চাহিদা পূরণে অপারক। বহু পরিযায়ী শ্রমিক দেশের জরাজীর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। খাদ্যের অভাব, কর্মহীনতা, বেকারত্ব, আর্থিক অনটনের মধ্যে তাঁদের জীবন আজ বিপন্ন। তবে করোনায় মৃত্যু তাদের আতঙ্ক নয়, তাদের আতঙ্ক অনাহারে মৃত্যু।

সর্বোপরি আজ এই অস্থির সংশয় বিক্ষুব্ধ জীবনে মানবিকতার বড়ই প্রয়োজন। অযথা আতঙ্কিত না হয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরী না করে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে এই কঠিন পরিস্থিতিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে এবং মনে রাখতে হবে “ঝড় আমনি থেমে যাবে, রাত ভোর হবে।”



আমফান ঝড়ের ভয়াবহতা

সাহেব মন্ডল

তৃতীয় সেমিস্টার, অনার্স

গত কয়েক দিন ধরে আবহাওয়া অফিস থেকে ঝড়ের গতিধারার সতর্কতা শুনছিলাম। যতদূর মনে হয় সেই দিন ছিল বুধবার ২০শে মে। চারিদিকে যেন একটা হইহই রইরই উঠেছিল। কারন বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় আমফান আসছে। সবার মনের মধ্যে একটা ভীতি বাসা বেঁধেছিল। যা গ্রামীণ স্বাভাবিক জীবন যাপনে একটা ভাটার সৃষ্টি করে তোলে।

আবহাওয়া অফিসের প্রচার অনুসারে ঝড়ের অভিমুখ ছিল আমাদের জেলা। আমরা প্রধানত গাঙ্গেয় উপকূলে বসবাস করি। মানুষজন একটা ব্যস্ততার মধ্যে চলাচল করছিল। সরকারি নির্দেশে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সবাইকে নিরাপদ স্থানে আমাদের গ্রামের স্কুলবাড়িতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সকালে ঝড়ের গতিবেগ অতটা ছিল না। সময় গড়িয়ে যখন বিকেল হল ঝড়ের গতিধারা ভীষণভাবে বাড়তে লাগল। মনে হচ্ছিলো যেন মহাপ্রলয়ের দামামা বেজে উঠেছে। চোখের সামনে আমার বাড়ির আসে পাশের ঘরবাড়ি গাছপালা ঝড়ের দাপটে সব একের পর এক ভগ্নস্বূপে পরিনত হতে লাগলো। আমি ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে আমার পরিবারকে নিয়ে বাঁচার তাগিদে আমাদের স্কুলবাড়িতে চলে গেছিলাম।

এতো দিন শুধুমাত্র ঝড়ের বিধ্বংসী কথা শুনে ছিলাম। সেদিন নিজের ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করেছিলাম। মানুষজনের চোখে যেন ভয় ও বাঁচার জন্য আর্তনাদ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সবাই নিজের ইষ্টদেবের নাম জপছিল। আর একটা দুর্যোগহীন মুক্ত ভোরের অপেক্ষা করছিল। সেই দিন ক্লাবের সদস্যদের উদ্যোগে গ্রামবাসীদের খাবার দেওয়া হয়েছিল। রাত যত গভীর হয়ে আসছিল ঝড়ের গতি বেগ বাড়তে লাগলো। প্রকৃতি যেন বুঝিয়ে দিতে চাইছিল তার প্রতি ঘটা অন্যায, বিদ্রোহের যোগ্য জবাব সে দিচ্ছে।

পরের দিন যখন সকালে আলো ফুটলে দেখলামকোনো এক ভয়ঙ্কর শক্তি স্বাভাবিক জীবন যাপন কে দুমড়ে মুচরে তছনছ করে দিয়েছে। আর আমরা এক বৃহৎ আকারের ধ্বংস স্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে। কত মানুষ গৃহহীন হয়েছিল। রাস্তাঘাট, ইলেকট্রিক পোস্ট সব ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল।

যখন বাড়ি ফিরে এলাম আমার সেই চেনা বাড়ির আশপাশের পরিবেশটা একেবারে বদলে গেছে। আমার বাড়ির সামনে সাধের আম গাছটা যেটা আমি ছোট বেলা থেকেই দেখে আসছি সেটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আর বাড়ির অ্যাসবেস্টরের ছাউনী সব উড়ে গেছে। আমার বই, খাতা জিনিসপত্র সব তছনছ হয়ে গিয়েছিল।

চারিদিকে মানুষজন তখন ত্রানের আশায় দিকভ্রান্ত হয়ে ছুটছিল। কখন সরকারি কর্মকর্তারা আসবে আর তাদের ত্রান বিতরণ করবে। তারা মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত শ্রেণির, তাই অত তাড়াতাড়ি ঘরবাড়ি মেরামত করার সামর্থ নেই। তার উপরে আবার করোনা আর লকডাউন। মানুষজন একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু সরকারি ত্রানের অসম বন্টনের জন্য অনেকেই বাদ পড়ে গেল। লাভের লাভ কিছুই হলো না। অগত্যা আমাদেরও সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল কয়েক সপ্তাহ। চারিদিকের অবস্থা দেখে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারতাম না। এই প্রথমবার নিজেকে এতটাই অসহায় মনে হচ্ছিল। যেন জীবনের সব স্বপ্নগুলো শেষ হতে চলেছিল। এই কদিনে আমি উপলব্ধি করেছিলাম ছাদহীন গাছের নিচে বসবাস করা মানুষের কষ্ট, তাদের কতটা অসহায় হয়ে বাঁচতে হয়।

কয়েক দিন পরে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হলে আমার সকল শুভাকাঙ্ক্ষীরা, আমার কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকারা আমার খোঁজ নিয়ে ছিলেন। এই প্রবল অসহায় সময়ে মনবল বাড়িয়েছেন, নতুন করে সবকিছু শুরু করার পরামর্শ দিয়েছেন। যা আমার ও আমার পরিবারের স্বাভাবিক জীবনশ্রোতে ফিরে আসতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। পরে আমিও নিজের গ্রামের মানুষজনের পাশে সবার সাথে দাঁড়িয়েছিলাম ও তাদের স্বপ্নগুলোকে নতুন করে শুরু করার পরামর্শ দিয়েছিলাম। হ্যাঁ আমরা সকলে স্বাভাবিক জীবনশ্রোতে ফিরে আসছি।

শেষমেষ বলতে পারি প্রকৃতির কাছে মানবজাতি তুচ্ছ। মানুষ যত উন্নত হোক না কেন প্রকৃতির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য। প্রকৃতি বুঝিয়ে দেয় তার প্রতি ঘটা অন্যায়। ফলস্বরূপ এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘূর্ণিঝড় আমফানতো একটা নমুনা মাত্র। আমরা সকলে যদি না প্রকৃতির প্রতি যত্নশীল হই, তবে পরবর্তী সময়ে আমাদের মানবজাতির জন্য আরও ভয়ঙ্কর দিন আসবে।



বিষে বিশ সৌরভ মিস্ত্রী তৃতীয় সেমিস্টার, অনার্স

ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে, সংবাদমাধ্যমে মহামারী সম্পর্কে অবগত হলেও বাস্তব জীবনে কখনো এর স্বাদটুকুও গ্রহণ করতে পারি নি। পাঠ্যপুস্তক থেকে সংগৃহীত সামান্য জ্ঞান লাভ-এর দ্বারা এ মননে উদ্ব্বেগ প্রকাশ হত মহামারী কী? এর রূপ কেমন? মানুষ কতটা কষ্টে থাকে? কিন্তু এতটুকু আফসোসের আর কোনো কাম অবশিষ্ট থাকল বলে আর আমার মনে প্রশ্নচিহ্ন নেই। ২০২০ তে তা সম্পূর্ণরূপে মনের মণিকোঠায় সযত্নে লিপিবদ্ধ হয়ে গেল।

২০১৯-এর শেষ দিকে বিশ্ব মায়ের বুকে এক মরণাত্মক সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, যার নাম হয় কোভিড-১৯। যার আগমন 'করোনা' নামক এক ভাইরাস থেকে। ২০২০ সালকে যদি 'বিষে বিশ' নামে অভিহিত করা হয়, তাহলে আমাদের মতো দেশের বিজ্ঞ মানুষেরাও তা সর্বভাবে গ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশে বাধ্য হবে না। ২০২০ সালের সূচনায় যখন বিশ্বের বিভিন্ন অংশে এই মারণ রোগের দামামা বেজে গিয়েছে তখন আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ এর ভয়াবহতাকে শুধু উপহাস করে গিয়াছে। যখন ক্রমাগত এই মারণরোগ আমাদের পরিচিত পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশসমূহকে একে একে গ্রাস করছে তখন আমাদের রাষ্ট্রের বিজ্ঞানী মহলে প্রবল চিন্তার আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সম্ভবত মার্চ মাসের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন উন্নত নগরে এই সংক্রামিত রোগ এসে পরবে। তখন আমাদের ব্যস্ত কর্মজীবনে বিরতি টানতে হবে। এখন যখন এর ভয়াবহতা একে একে দেশের তথা রাজ্যের সমগ্র অঞ্চল গ্রাস করতে থাকছে তখন বন্ধ হয়েছে স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত ইত্যাদি। প্রথমে ছুটি পাওয়ার আনন্দে আমার মতো ছাত্রের জীবন আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। পারিপার্শ্বিক জীবনে আপামর জনজাতি মাস্ক নামক মুখোশে এখন আবৃত। সবাই একে অপরের সংস্পর্শে আসতে মারাত্মকভাবে আতঙ্কে আতঙ্কিত। আজ মানুষ কর্মহীন, তাই তাদের জীবন শিশুদের মত অতিবাহিত হচ্ছে। শিক্ষিত সমাজও এর প্রতিকারে কিছু প্রতিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও তা সাময়িক, স্থায়ী নয়।

এইরকম অন্ধকারাচ্ছন্নময় পরিস্থিতিতে আমাদের মতো ভীতু জনজাতি যখন জীবনযুদ্ধে লড়াই করছে তখন পশ্চিমবঙ্গের তথা আমার বাসভূমির বুকে ২০শে মে, বুধবার সম্ভবত দুপুর ১২ টা নাগাদ আমফান নামক একটি ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ে। এই ভয়াবহ

ঘূর্ণিঝড়ের দাপটও আমার ব্যক্তিগত জীবনে কু-প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়। আমার মতো গরীব জীবনে এই সময় বেঁচে থাকার মতো যেন অমৃত প্রানের মত দুস্কর কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় আমাকে জীবনযুদ্ধে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে আমার বাবা-মা, প্রিয় সমস্ত পূজনীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা, আমার ভালোবাসার বন্ধুবান্ধব ও আপনজনেরা। যাদের জন্য আজ আমি পুনরায় জীবনযুদ্ধে লড়াই করার সাহসিকতা পেয়েছি।

আজ সমগ্র মানুষ কমহীন। ধরিত্রীদেবীর এইরকম স্বমহিমায় রণচন্ডী রূপ কেউ এর আগে দেখেছেন বলে আমার ধারণা নেই। সত্যতার সঙ্গে ২০২০ আমাদের কাছে আজীবন 'বিষে বিশ' হয়ে স্মরণীয় থাকবে।



লকডাউনের আলোকিত প্রতিফলন

লাবনী গায়েন

পঞ্চম সেমিস্টার, অনার্স

সর্বপ্রথম ১৯৬০ এর দশকের মুরগির সংক্রামক ভাইরাস 'মুকুট' রূপী 'Corona' র ছয় প্রজাতি ২০১২ সাল পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল। বর্তমানে ২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 'WHO' এর নামাঙ্কিত 'Novel Corona Virus' চিনের সামুদ্রিক বাজার অথবা 'Wuhan Institute of Virology' থেকে সৃষ্টি হয়ে ভারত তথা সারা পৃথিবীতে মানুষের সংক্রমণ ও মৃতের হার বাড়িয়ে দেয়। এর হাত থেকে রেহাই পেতে সরকার প্রদত্ত 'Lockdown', 'জনতা Curfew', 'Quarantine' ব্যবস্থা চালু হওয়ায় অনেকদিক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বেশ কিছু দিকের স্বাভাবিকত্ব সারা বিশ্বে আশার আলো দেখিয়েছে। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক খুশির খবরগুলি...

(ক) প্রাকৃতিক সুফল :

(১) দূষণমুক্ত পরিবেশ - যানবাহন, কলকারখানাগুলি Lockdown'এ বন্ধ থাকায় পুরানো ইঞ্জিনের কান বন্ধ করা শব্দ, নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া, প্লাস্টিক পোড়ানোর অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া, বর্জ্য পদার্থ নদীতে না ফেলার কারণে ভারতের দীর্ঘতম ও বৃহত্তম নদী গঙ্গা তথা সারা দেশ দূষণমুক্ত হয়ে নির্মল হয়ে উঠেছে।

(২) সংরক্ষিত বনজ সম্পদ - চিড়িয়াখানা, গাছ কাটা, ফল-মূল সংগ্রহ ইত্যাদি বনের বিভিন্ন কাজ বন্ধ থাকায় পশু-পাখিদের নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করা, খাদ্যের জোগান ও অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়েছে।

যেমন- ভারতের বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন বর্তমানে সুরক্ষিত।

(৩) এগুলির জন্য Ozone Hole এ ক্রমশ প্রলেপ পড়ে পরিবেশে খুশির খবর দিয়েছে।

(৪) সংরক্ষিত খনিজ ও সামুদ্রিক সম্পদ - Covid-19 এর কারণে খনিজ সম্পদ, সামুদ্রিক মাছ সংগ্রহের কাজ বন্ধ থাকায় অচিরাচরিত সম্পদের ব্যবহারে, মাছেদের বংশ বৃদ্ধিতে ও ওড়িষ্যার উপকূলে নতুন প্রজাতির হলুদ কচ্ছপের সন্ধান মিলেছে।

(খ) সামাজিক সুফল :

(১) Covid-19 এর আক্রমণে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন, শরীর চর্চা, Immunity বাড়ানোর প্রচেষ্টা ইত্যাদি শুধু উন্নত নয় অনুন্নত ও অশিক্ষিত মানুষের মধ্যেও দেখা গিয়েছে। Hospital, Nursing home গুলিতে পরিকাঠামো বাড়তে দেখা যাচ্ছে।

(২) Lockdown'এর অবসর সময়গুলিতে বাড়ির চারিপাশে পরিষ্কার করা, গাছ লাগানো ও Agriculture'এর প্রতি নির্ভরশীলতাকে আরো প্রকট করেছে।

(৩) কর্মব্যস্ত বাবা-মা'দের সন্তানদের কাছে পাওয়া, মায়েদের কাজে সাহায্য করা, একসাথে থাকার আনন্দ উপভোগ করা, গভীর আত্মীয়তা ইত্যাদি সবই লকডাউনের কারণে সম্ভব হয়েছে।

(৪) মানুষের দাণশীল রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

(গ) রাজনৈতিক সুফল :

অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাজনৈতিক দলগুলির একত্রীভবণ ঘটেছে।

(ঘ) ধর্মীয় সুফল :

কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মানুষ বিরত থাকার অভ্যাস করে নিয়েছে।

(ঙ) শিক্ষাগত সুফল :

শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শিখন পদ্ধতির ভিন্ন প্রয়োগ সম্পর্কে জানা গেছে।

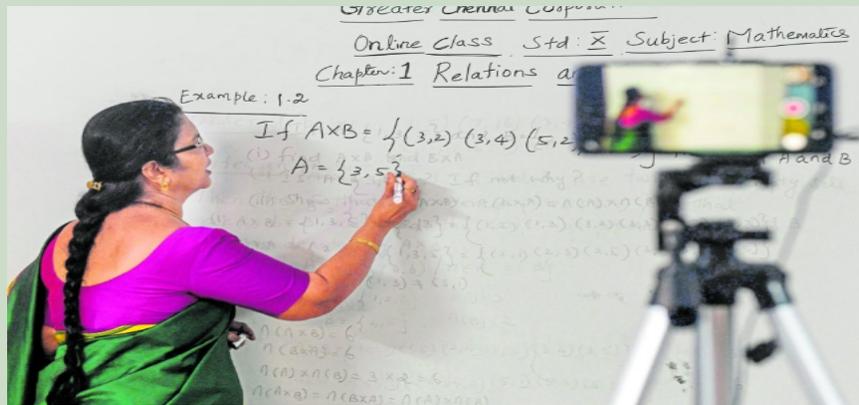
মন্তব্য :

যদি না এই Lockdown ব্যবস্থা জারি হত , এগুলি কখনোই সম্ভব হত না। তবে, আমরা যতই সুফলে খুশি হই না কেন মানুষের মৃত্যুর হার ও কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা আমাদের যথেষ্ট চিন্তার কারণ।



করোনা নিয়ন্ত্রনের উপায় মাধব মন্ডল তৃতীয় সেমিস্টার, অনার্স

করোনার হাত থেকে যদি চান বাঁচতে,
মাস্ক ব্যবহার করুন নিয়মিত ভাবে।
ট্রাফিক নিয়ম মেনে যেমন,
রাস্তায় চলে গাড়ি,
তেমনি তোমায় মানতে হবে,
ডাক্তারের নিয়মাবলী।
সামাজিক দূরত্ব রাখতে বজায়,
তিন ফিট দূরত্ব রাখুন সদায়।
করতে হাত পরিষ্কার,
ব্যবহার করুন হ্যান্ড স্যানিটাইজার।
বাড়াতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা,
আহার করুন ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার।
রাখতে বজায় ফিটনেস,
ব্যায়াম করুন সর্বশেষ।
মানলে এই নিয়মাবলী,
হতে হবে না করোনায় বলি।



আতঙ্কের করোনা
সুমন গায়েন
তৃতীয় সেমিস্টার, জেনারেল

হে অদৃশ্য শত্রু নোবেল করোনা
আজ বিশ্বের দরবার
তোমাকে জানায় শতকোটি তিরস্কার।
তুমি করেছ কত দেশ বিদেশের
কত মানুষের মূল্যবান জীবন বহিস্কার
তোমাকে জানাই শতকোটি তিরস্কার।
তুমি চলেছ নদীর স্রোতের মত,
আপন গতিতে আপন মহিমায়
তোমার এই স্রোতে না পেয়েছে খেতে
কত মানুষ হয়েছে অসহায়,
তুমি তো আতঙ্কের ভয়।
তুমি পৃথিবীর বুক চিরে
আসছো যে তেড়ে ফুঁড়ে
এই ভাবে কি একে একে
সবাইকে নিয়ে যাবে কেড়ে?
তুমি যতই আসনা তেড়ে
মানুষ যাবেনা তোমার কাছে হেরে
তুমি কেবল তুচ্ছ করোনা রে।
জেনে রেখো আতঙ্ক করোনা
মানুষ তোমাকে ছাড়বেনা ,
তোমাকে অবশ্যই হবে মরতে
মহামানবের হাতে।
তোমাকে মরতে যেদিন হবে
মরণবীন আবিষ্কার
সেদিন পৃথিবী থেকে তুমি হবে বহিস্কার ,
তোমাকে জানাই শতকোটি তিরস্কার।

এখানে থেমোনা
মানসী ডুঁইয়া মাল
অধ্যাপিকা, ভূগোল বিভাগ

চলছিল ঠিক যেমনটি মন চায়,
মাটি ছেড়ে মেঘের সীমানায়।
যা খুশি তাই করতে পারি আমি,
ইচ্ছে ডানা লাগিয়ে দুখান পায়।
পড়লো টান খানিক পথ পরে,
আছড়ে আঘাত লাগলো ভীষণ জোরে,
ঘুম ভাঙলো স্বপ্ন শেষে যখন,
আমায় দেখি বাঁধা শক্ত ডোরে।

ভেবেছিলেম প্রকৃতি কেবল জড়,
চোখ-নাক-কান নেইকো তার ধড়ও,
কেবল আছে আমার তোমার বেলা,
পৃথিবীতে আমরাই কেবল বড়ো।
হঠাৎ এসে করলে সব শেষ,
আমফানের ঐ সর্বনাশা বেশ,
তুচ্ছে উড়ায় অটালিকার চূড়া,
মিশিয়ে দিলে ধুলোয় তাসের দেশ।

ছদ্মবেশে এল অতিমারী
কোভিড-19 করলে সমন জারি,
স্যানিটাইজার - মাস্ক - দূরত্ব মানো,
অফিস পাঠ বন্ধ দোকানদারি।
সময় এলো পরিবেশকে চেনা,
চুকিয়ে দূষণ অনিয়মের দেনা,
পৃথিবীকে রাখতে সযতনে
তাই সেজেছি অতন্ত্র এক সেনা।

আমায় তোমার কঠোর নিয়ম যত,
পরিয়ে দাও চির শৃঙ্খলের মত,
ভরিয়ে দাও রামধনু রঙ চোখে,
যেন চলি সামনে অবিরত।
ধ্বংসস্থূপ উঠবে সেজে আজ,
সরিয়ে দিয়ে সকল ভয় লাজ,
আঘাত যত আশীর্বাদ হয়ে,
ভরিয়ে দেবে কিশলয়ের সাজ।

আবার ফসল ফলবে সারা মাঠ,
খুলবে তালা চেনা পথ ঘাট,
এগিয়ে যাবে - জয় করবে - হাসবে সুখে,
ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নিচ, ষোলো থেকে ষাট।
নতুন পথে ছোট্ট পায়ে চলা,
আধো-আধো অগোছালো বলা,
প্রগতির এই বার্তা হয়ে উঠুক,
প্রেরণা ভরা পৌষের এক মেলা।



নাগরদোলা পূজারিনী ঘোষ অধ্যাপিকা, ভূগোল বিভাগ

তুই মেলায় নাগরদোলা চড়েছিস কখনো? সেকি, তোর ভয় লাগে! ছোটবেলা থেকেই নাগরদোলা মানেই মেলা জানি। নাগরদোলা কারোর কাছে যেমন মজার, কারোর কাছে ভয়ের। আমরা সবাই কম বেশি এটির সাথে পরিচিত। কিন্তু এখন এই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে মেলা নেই, মেলার ভবিষ্যত ও জানা নেই। তবে এখানে মেলা নয় এক অন্য নাগরদোলার কথা বলছি, যেটাতে আমরা সবাই চড়ে রয়েছি। এই নাগরদোলার নাম 'covid 19' বা করোনা। কিন্তু কিভাবে?

আসলে নাগরদোলায় যেমন ছোটো ছোটো খাঁচাগুলো ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে কখনো চাকার উপরে ওঠে আবার নিচে নেমে আসে, আমাদের এই নাগরদোলা ও তেমন। তার উপরের অবস্থার নাম containment zone বা সংবরণ এলাকা আর নীচের অবস্থানটির নাম non-containment zone বা অসংবরণ এলাকা। আমরা এই চক্রে ঘুরে চলেছি ছোটো বন্দী দোলা বা খাঁচায় বসে। তা থেকে চাইলেই বেরোবার পথ নেই। বেরোতে গেলেই বিপদ অবশ্যম্ভাবী। ঘুরতে ঘুরতে উপরের অবস্থায় পৌঁছালে বিপদ যেমন বাড়ে, আবার নীচে নামলে কমে। এ ঘূর্ণন থামার নয় এক্ষনি, আমাদের ধৈর্য রাখতে হবে সঠিক সময় আশা পর্যন্ত। এই দোলায় আমরা নিজের ইচ্ছায় চড়িনি ঠিকই, তবে এটি মানবমেলারই একটি নির্দিষ্ট দিক। যার অনুভূতি করতেই হবে।

অনেক পাল্টে গেছে আমাদের গতানুগতিক জীবন এই নাগরদোলার সৌজন্যে। বন্ধ হয়ে গেছে স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দৌড়ানো, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ, আদানপ্রদান, মন চাইলেই এদিক ওদিক ছুটে যাওয়া। সবই খাঁচায় সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ হয়েছে ছোটো মোবাইল, ল্যাপটপ বা কম্পিউটার-এর দুনিয়াতে। ছুটে বেড়ানো প্রাণচ্ছল শিশু গুলোও বন্দী ঘরে কাতর প্রায়। সময় বদলে দিচ্ছে সবকিছু। বাঁচার তাগিদে যেনো সক্ষম থেকে অক্ষম হয়ে যাচ্ছে চলমান কায়। উশৃঙ্খল পশু কে কাবু করতে যেমন খাঁচায় বন্দী করা হয়, তেমনি মানুষের বেড়ে ওঠা ঔদ্ধত্যকে জব্দ করতে এটি বোধ হয় প্রকৃতিরই ফন্দী।

সামাজিক যেসকল ঘটনা চারপাশে অনবরত ঘটে চলেছে তার কিছু চিত্র আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই সংবাদমাধ্যমে। তবু আমি যে অঞ্চলে থাকি সেখানের

আশেপাশের মানুষ ও পরিস্থিতি নিয়েই আমার এই লেখা।

আমি দক্ষিণ কলকাতার এক শহরতলীর বাসিন্দা। মূল রাস্তার ধারে বাস হবার দৌলতে প্রতিনিয়ত চোখে পড়ে নানা দৃশ্য। এই অঞ্চলের মূল বাজার প্রায়শই বন্ধ থাকে containment zone এর অন্তর্গত হওয়ার কারণে। জীবন পাল্টে গেছে এই অঞ্চলের বাজারের ব্যবসায়ীদের। লকডাউন এর প্রথম দিক থেকে আজ অবধি যখনই বাজারে গেছি, দেখেছি কিছু মানুষ সচেতন ভাবে নিয়ম মানলেও বেশির ভাগেরই ক্রম্বেপ নেই। ব্যবসায়ীরা যাদের নিত্য যাতায়াতের মাধ্যম রেল পথ, তাদের কর্মস্থলে পৌঁছানো খুবই কষ্টকর হচ্ছে রেল ছাড়া।

কিছু মানুষ আয়ের আশায় যাতায়াতের অন্য পথ অবলম্বন করছে, তাতে তাদের আয়ের অপেক্ষায় ব্যয় বেশি হচ্ছে। এখানে যতদিন বাস চলাচল বন্ধ ছিল, ততদিন পর্যন্ত অন্য আয়ের পথ বেছে নিয়েছিল অনেক বাস চালক, কন্ডাক্টর, অটো চালক দাদারা। তাদের দেখা যাচ্ছিল অন্য রূপে মাছ, সবজি, ফল বিক্রেতা হিসাবে। রাস্তার ধারে দেখা যায় কিছু ছোট বাচ্চাও মায়ের সাথে বা একা কিছু শাক, পাতিলেবু নিয়ে বসেছে বিক্রির আশায়। মায়া হয়, যখন আমরা নিজের বাড়ির বাচ্চাদের বাড়ির বাইরে বেরোতে দিচ্ছি না তাদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে, সেখানে ওদের খিদের জ্বালা প্রাণের মায়াকে ভুলিয়ে দিয়েছে। কিছু মানুষ আবার ছুটির আনন্দে বাজার ছুটছে, কেউ বা আতঙ্কে হয়ত কাল থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না।

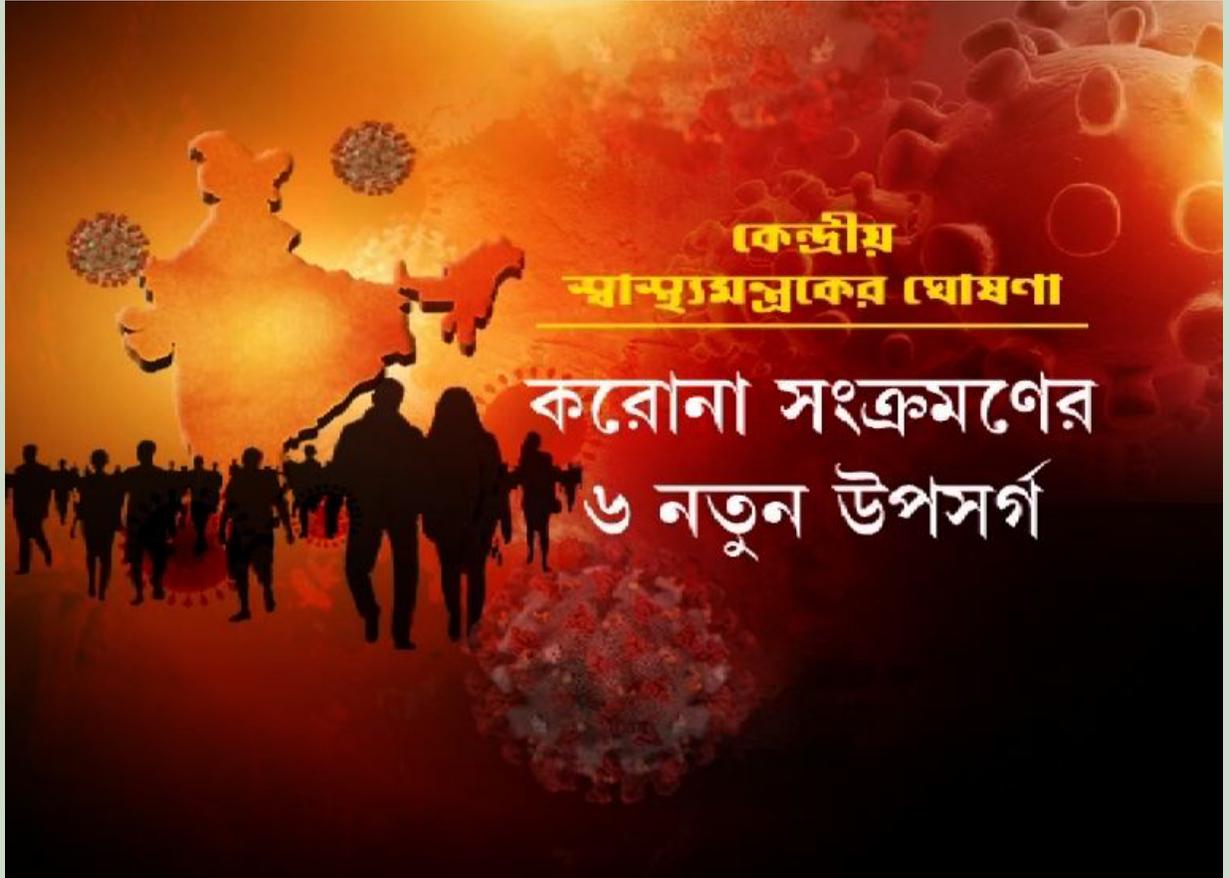
এভাবেই পাল্টে গেছে জীবন। আর্থিকভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে মানুষ। পরিস্থিতি শিক্ষাকেও বিভক্ত করে দিয়েছে। যারা সমর্থ তারা পাচ্ছে অনলাইন শিক্ষার সুযোগ, কিন্তু যারা অসমর্থ! কিভাবে পারবে তারা তাল মেলাতে? পিছিয়ে যাচ্ছি আমরা, আমাদের সমাজ, কারণ সমবেতভাবে না হলে তো এগোনো যায় না। কবির ভাষায় বললে, "পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে"।

কিন্তু কতটা পাল্টেছে মানুষ? না সবাই বাধ্য ছাত্রছাত্রী হয় না, তাই কিছু মানুষ লাগামছাড়া। শিক্ষিত হলেও তারা বোঝেনা এই রোগ থেকে বাঁচতে যে নির্দেশিকা দেওয়া হচ্ছে তা কেবল নিজেকে সুস্থ রাখতে না, অন্যকেও সুস্থ রাখতে, যা আমাদের সবার

দায়িত্ব। কিন্তু দেখছি কিছু মানুষ নিজেকে সুপারহিরো ভেবে আচরণ করছে, এমনকি সদ্য করোনা থেকে সুস্থ হওয়া মানুষটিও ঘরে না থেকে বাইরে বেড়িয়ে যাচ্ছে নিজের

শক্তি প্রদর্শন করতে। মানুষ গুলোর মুখে মাস্ক কম, পকেটে বেশি। বিপদতারিণী পুজো দিতেও ভিড় করেছে মন্দিরে, সেখানে নেই কোনো সামাজিক দূরত্ব, চলছে রাজনৈতিক দলের সভা, মিছিল।

হে ভগবান! কি করে শিক্ষা দেবে এদের? এরা তো সামাজিক না, তবে বুঝবে কি করে সামাজিক দূরত্বের অর্থ! তাই তারা রোগী ও স্বাস্থ্য বন্ধুদের প্রতিও অমানবিক। নাগরদোলায় চড়েই আমাদের সকলের খেয়াল রাখতে হবে, এটাই কর্তব্য মানুষ হিসাবে।



করোনা ও আমফান পরিস্থিতি নার্গিস খান ও সোনালী লস্কর পঞ্চম সেমিস্টার, জেনারেল

আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে হঠাৎ করে একটি নতুন ভয়াবহ নাম করোনা ভাইরাস। এটি আমাদের চোখে দেখা বিশ্বের প্রথম ভয়াবহ মহামারী। যা ২০২০ সালে দেখা দিয়েছে। এই ভয়াবহ ভাইরাসটি সারা বিশ্বকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। সারা বিশ্বে এই ভাইরাস একটি বিশাল মারণ আকার ধারণ করেছে। এই ভাইরাসের প্রভাবে দিন দিন মানুষের আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

যখন কেউ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তখন তার শরীরের মধ্যে এই ভাইরাসের লক্ষণগুলি দেখা যাবে। লক্ষণ গুলি হল - জ্বর, গলাব্যথা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি। এই ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ডাক্তার, নার্স দিদিরা ভগবানের মতো আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং নিজেদের প্রান বিপন্ন করে তারা নিজেদের সাধ্য মতো মানুষের চিকিৎসা করে চলেছেন। আবার অন্যদিকে, আমাদের অর্থাৎ সারা বিশ্বে মানুষদের সুরক্ষিত রাখার কথা মাথায় রেখে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা মিলিত হয়ে সবাই একসাথে গবেষণা করে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন এই করোনা ভাইরাস এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার টিকা আবিষ্কার করতে।

এই ভাইরাসের হাত থেকে সবাইকে রক্ষা করার জন্য যাতে সবাই বাড়িতে থাকে, সুস্থ থাকে, সেইজন্য কেন্দ্র সরকার লকডাউন এর সিদ্ধান্ত নেয়। এতে কয়েকটি নিয়ম নির্ধারিত করা হয়, যাতে বলা হয়েছে -

১. বাইরে বেরোলে আবশ্যই মুখে মাস্ক পরতে হবে।
২. হাত স্যানিটাইজ করতে হবে।
৩. প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বেরানো নিষিদ্ধ।
৪. প্রচুর মানুষ একসাথে জড় হওয়া নিষিদ্ধ একে অপরের থেকে ১ মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

এইসব কারণের জন্য এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আমাদের সবার সুরক্ষার জন্য কেন্দ্র সরকার ঘোষণা করল বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় এর পঠন পাঠন

বন্ধ রাখার কথা।

আবার পুলিশ প্রশাসনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। তারা নিজেদের কথা না ভেবে আমাদের জন্য প্রোটেকশন দিচ্ছে। যাতে আমরা বাড়িতে থাকি, সুস্থ থাকি, বাড়ির বাইরে প্রয়োজন ছাড়া না বেড়ই। সেই জন্য যথাযত ভাবে ওঁরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন।

করোনা ভাইরাস ও লকডাউনের কারণে প্রতিটি মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে আবার আর একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ২০শে মে (বুধবার) একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিল। যার নাম আমফান। এই ঝড়ের নামকরণ করে থাইল্যান্ড। বুধবার বিকালে ভয়ঙ্কর রূপে এই ঝড়টি আছড়ে পড়ে সুন্দরবনে। এই মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে বহু মানুষের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাদের কথা ভেবে রাজ্য সরকার কিছু সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। যাতে তারা সেগুলি পেয়ে উপকৃত হয়।

সুতরাং আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজেকে, আত্মীয়-স্বজনদের, প্রতিবেশীদের সচেতন করা এবং সাবধানে ও সবাই আরো বেঁধে বেঁধে থাকার অভ্যাস করা।



সভ্যতাকে খোলা চিঠি
শ্যামাপ্রসাদ হালদার
তৃতীয় সেমিস্টার, অনার্স

Dear সভ্যতা,

কেমন আছেন? এমন গৃহবন্দী, কর্মহীন জীবনে আশা করি ভালোই আছেন! আমাকে চিনতে পারছেন? আমি অনেক নামে পরিচিত। যদিও সবাই করোনা নামে আমায় চেনে এখন। আমার বংশ কিন্তু অনেক বড়। আমি রাইবোভিড়িয়া পর্বের নিদু-ভাইরাস বর্গের, করোনাভিরিড গোত্রের অর্থকরোনাভিরিন্যা উপগোত্রের সদস্য। তোমরাও আমায় প্রচুর নাম দিয়েছ - 'আতঙ্ক', 'মহামারী', 'কোভিড' ইত্যাদি। যদিও ল্যাটিন ভাষায় করোনা মানে 'মুকুট'। সত্যিই আমি মুকুটের ন্যায় বিরাজ করছি আজ। তোমরা আমাকে নিয়ে কত চর্চা করছ। কিন্তু তোমাদের চিন্তায় গলদ প্রচুর।

তোমরা বাঁচার চেষ্টা করছ? তোমরা সত্যি সত্যিই বাঁচা কাকে বলে জান? আজ আমাকে তাড়ানোর জন্য এতো চেষ্টা করছ। একটু ভেবে দেখ - তোমরা নিজেদের ধূলিসাৎ জন্য মিসাইল, বড় বড় বোম বানাও। তোমরাই তো পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র ভাঙছ।

তোমাদের অনেক সমস্যা। তোমাদের ধর্ম আছে, আছে জাতের বজ্জাতি। সমাজে ঘৃণার ঘৃণ, বিশ্বাসের ঘৃণ, সত্যতার ঘৃণ ধরিয়েছতো অনেক আগেই। তারপর তোমরা গ্রাম শেষ করে নগর বানিয়েছ। দূষণের কারবারি করবার জন্য বিশ্ব উষণয়নে আটলান্টিকের বরফকে গলিয়েও ফেলেছ স্পর্ধায়!

আজ শুশুকও উৎসুকে দেখতে আসছে। তোমাদের home-quarantine নামক চিড়িয়াখানা! পশুও বশ্যতা মানে প্রকৃতির। আর আধুনিক সভ্য মানুষ সেই প্রকৃতিকে ধ্বংস করে।

আমাকেও সময়ের সাথে সাথে তাড়িয়ে তাড়িয়ে মেরে ফেলা হবে। আমার যাওয়াটা তোমাদের বাঁচার তাগিদে। তুমিও শোধরাও নিজেকে, পৃথিবী বাঁচুক, তোমাদের সন্ততি বাঁচুক; আমি নিমিত্ত মাত্র। তোমাদের ভণ্ডামি, অত্যাচার ইত্যাদি চাকতে আমার আগমন। আমাকে ফিরে আসতে আবার বাধ্য করিওনা যেন!

তোমার সুহৃদ
করোনা

'সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে' উত্তীয় বৈদ্য প্রাক্তন ছাত্র

২০শে মে, ২০২০, বুধবার দুপুর ১টা পর্যন্ত আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, আমফান দিঘা থেকে ৯৫ কিমি দূরে অবস্থান করছে। রাজ্যের উত্তর-পূর্ব অংশ হয়ে এই ঘূর্ণিঝড়ের বাংলাদেশে প্রবেশের কথা। সম্ভাবনাকে সত্যি করে বুধবার বিকেল ৪টে থেকে ৫টার মধ্যে স্থলভূমিতে ঢোকে এই ঘূর্ণিঝড়। প্রথমে সাগরদ্বীপ ও বাংলাদেশের হাতিয়া দ্বীপের মাঝে এই ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকলেও, পরে অভিমুখ ঘুরিয়ে দিঘা ও হলদিয়ার উপকূলবর্তী অংশ দিয়ে এই ঘূর্ণিঝড় প্রবেশ করে। সম্ভাব্য ১৫৫-১৬৫ কিমি প্রতি ঘন্টায় ছিল ঝড়ের গড় বেগ। সর্বোচ্চ গতিবেগ পৌঁছোয় ১৮৫ কিমি প্রতি ঘন্টা। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস ছিল প্রায় ৫ মিটারের সমান।

থাইল্যান্ডের নাম দেওয়া ঘূর্ণিঝড় আমফানকে আবহাওয়াবিদরা প্রথমে সুপার সাইক্লোনের তকমা দিলেও ক্রমশ তাঁরা বুঝতে পারেন এ ঘূর্ণিঝড় তার থেকেও বেশি মারাত্মক হতে চলেছে। ১৯ তারিখ থেকেই সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের স্মৃতিপটে ভেসে উঠছিল ১১ বছর আগে আয়লার তাণ্ডবের কথা। ওনারাও তখনো ঠাওরাতে পারছিলেননা ভবিষ্যৎ আরো ভয়ঙ্কর। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের দেওয়া তথ্যানুসারে ২০ তারিখ সকাল থেকেই জেলায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে অতিরিক্ত। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে সাগর ব্লকে। সাথে ঝোড়ো হাওয়ার দরুণ সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসের কারণে একের পর এক ভাঙতে শুরু করে নদী বাঁধ। দুপুর ২টোয় ভাঙে কুলতলীর নদী বাঁধ।

অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়কে আঁচ করতে পেরে প্রশাসন ও বিভিন্ন জরুরী বিভাগ কাজে লেগে পড়ে। উপকূল সংলগ্ন অঞ্চল ও কাঁচা বাড়ি থেকে মানুষ জনকে আশ্রয় দেওয়া হয় স্কুল-কলেজ-ক্লাব বিল্ডিংএ। সমস্ত মিডিয়ায় প্রচার চলতে থাকে সরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে। মুহূর্তে মুহূর্তে আপডেট। করোনার চাইতেও প্রান্তিক সুন্দরবন বাসীর কাছে লড়াই এর প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় আমফান। কিন্তু বিকেল ৪টে থেকে রাত ১০টা সুন্দরবন অঞ্চলকে পিষে দিয়ে চলে যায় এই ঘূর্ণিঝড়। রাজধানী কলকাতাও হয় চরম আক্রান্ত। সেখানে ঝড়ের বেগ থাকে ঘন্টায় ১৩৫ কিমির মত। প্রচুর গাছ উপড়ে পড়ে রাজধানীর পথে।

২১ তারিখ সকাল থেকেই ত্রাহি ত্রাহি রব চতুর্দিকে। যদিকেই চোখ যায় শুধু ধ্বংসস্তম্ভ। গরীব-বড়লোক - প্রকৃতির কাছে কোনো বাদবিচার নেই। কোথাও বড় বড় গাছ পড়ে, কোথাও পাকা বাড়ির ছাদ ঝুলছে, কোথাও ইলেকট্রিক পোস্ট পড়ে, টেলিফোন টাওয়ার দুমড়ে- মুচড়ে কোথাওবা বাড়ির ছাদের শেড উড়ে গেছে। সপ্তাহব্যাপী নেই ইলেকট্রিক আর মোবাইল পরিষেবা, বন্ধ ইন্টারনেট। এতো জয়নগর মজিলপুর কিংবা ডায়মন্ড হারবার পৌর অঞ্চলের চিত্র। আর প্রত্যন্ত গ্রামে? সুন্দরবনের নদীর তীরে? সে অবর্ণনীয়। নবান্নের কন্ট্রোল রুম থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষ্য - "সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।"

করোনা, লকডাউন। মাথার ওপর অজানা অসুখের মৃত্যুর হাতছানি, কর্মস্থান বন্ধ জনিত ওষ্ঠাগতপ্রাণ। সবশেষে আমফান। এখনো যারা আয়লার ক্ষতিপূরণ পায়নি তাদের কাছে আমফানের ক্ষতিপূরণ - এ যেন 'সোনার পাথরবাটি'। তবুও মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মৃত ব্যক্তির পরিবার পিছু ২.৫ লক্ষ টাকা সরকারি সহযোগিতা এবং যাদের আশ্রয়ের সম্বল বাড়িটুকু আর নেই তাদের ২০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ। পরবর্তী দুর্নীতির কথা বিতর্কই সৃষ্টি করবে সমাধান সূত্র দিতে পারবেনা, ফলে সে কথা থাক। কেন্দ্রীয় সরকার এই তাগুবলীলাকে জাতীয় বিপর্যেয় তকমা না দিলেও আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করে দায়িত্বটুকু পালন করেছেন।

তবে ফিল্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝড়ের সময় ও পরবর্তী পর্যায়ে লড়াই চালিয়েছেন বা চালাচ্ছেন একদল মানুষ। কেউ প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেন, কেউ শিক্ষক-অধ্যাপক-ডাক্তার-উকিল, কেউ ব্যবসায়ী কিংবা সাধারণ মানুষ, কেউবা নেহাতই ছাত্র। এনারাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে অথবা দলগত ভাবে অথবা 'মাস ফান্ডিং' করে খাবার, পোষাক, জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছেন অনবরত। গড়ে উঠছে শিক্ষা আন্দোলন।

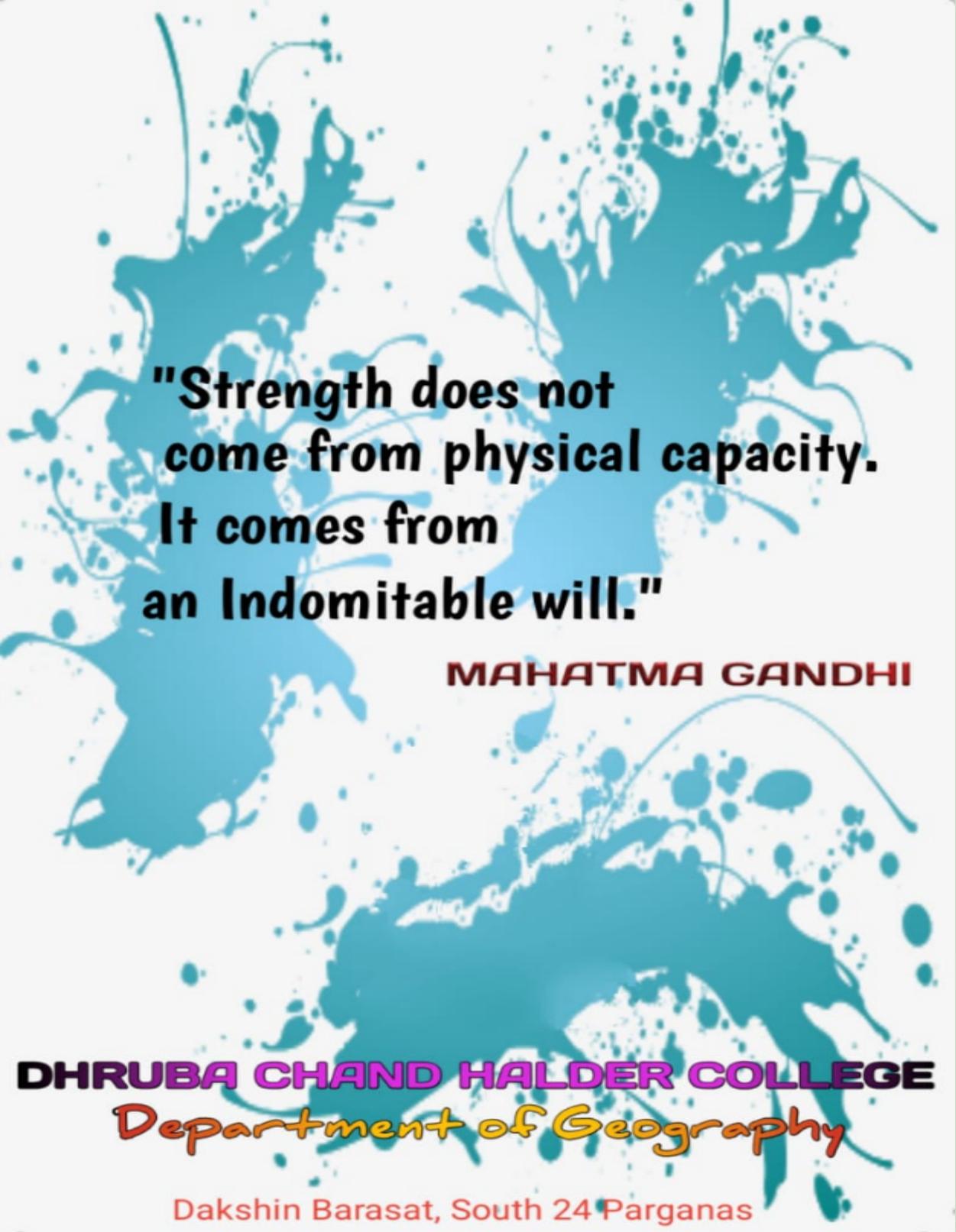
সুন্দরবনের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যোগাড় করা হচ্ছে শিক্ষা সামগ্রী, সংগ্রহ করা হচ্ছে বই, গড়ে তোলা হবে লাইব্রেরী। করোনাকালীন অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থার আলো থেকে বঞ্চিত সুন্দরবনের অগুনতি ছেলে-মেয়ের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এনারাই শুরু করেছেন ফ্রি কোচিং সেন্টার। অতিমারির সমস্যায় ধীর হলেও এর মধ্যে তিনটে লাইব্রেরী তৈরি হয়েছে, 'আট থেকে আঠেরো'। সামনের তিন সপ্তাহে আরও তিনটে জায়গায় নতুন লাইব্রেরী হবে মথুরাপুর, কুলতলী, নামখানায়।

সুন্দরবনের মানুষ লড়াই করতে জানে। তারা লড়াই চালাচ্ছে। বাঁচার লড়াই। যে লড়াই সবাইকেই করতে হয়। তবে লড়াই হওয়া উচিত সম্পদের সঠিক বন্টনের মাধ্যমে।

কারোর ন্যাহ পাওনাকে ধোঁকা দিয়ে কখনোই জেতা যায়না। মানুষ আজ বড় কাঁদছে, তাই এখন মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোটাই আসল মানুষত্বের পরিচয়। সুন্দরবনেরই কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে উদ্ধৃত করে এই লেখা শেষ করব -

*"মানুষ বড় একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও,
এসে দাঁড়াও, ভেসে দাঁড়াও এবং ভালোবেসে দাঁড়াও,
মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও।"*





**"Strength does not
come from physical capacity.
It comes from
an Indomitable will."**

MAHATMA GANDHI

DHRUBA CHAND HALDER COLLEGE
Department of Geography

Dakshin Barasat, South 24 Parganas